তীর্থমহিমা।

(নাটক।)

প্রস্তাবনা।

রাগিণী—হাম্বির, তাল তিয়ট।

মরি! কব এ দুঃখ কায়।
পুণ্যভূমি যে ভারত, দেখি তা পাপে পূরিত,
প্রবাহিত পাপ স্রোতঃ, দেশ সমুদয়।
পবিত্র তীর্থ সকল, হল অনর্থেরি স্থল,
ঘৃণিত নরক কাণ্ড, ঘটে সদা তায়।
দুঃরীতি মোহন্ত দল, দেবস্ব হরে কেবল,
আকুল অবলা কুল, ধর্ম্ম রাখা দায়।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অনাথপুর। মোহন্তের উপবেশন কক্ষ।

মোহন্ত, বেচারাম ও রমানাথের প্রবেশ।

রমা। একটা সামান্য বেশ্যার জন্যে এ কলহ উপস্থিত করা কি যুক্তিসিদ্ধ?

মোহ। বল কি? দামিনী সামান্য বেশ্যা! রমণীকুললক্ষ্মী, রাজলক্ষ্মী! (সকলের উপবেশন।)

বেচা। রমানাথ, পঙ্কিল সরোবরে কি পদ্মিনী ফোটে না?

রমা। ভাল, তাই যেন হল, সেই জন্যেই কি এ পথ অবলম্বন করা উচিত?

মোহ। অয়স্কান্ত মণির জন্যে কে না প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করে। ইতিহাস উল্‌টে দেখ ধরামণ্ডলে যত সমরানল প্রজ্বলিত হয়েছে, পৃথিবী যতবারই নরশোণিতে প্লাবিত হয়েছেন, অক্ষয়-কীর্ত্তি বীরকুল যখনই ধ্বংস হয়েছেন, সাররত্ন রমণীরত্ন ভিন্ন অন্য কারণ আর কিছুই দেখ্‌তে পাবে না।

রমা। তবে ত আপ্‌নারই কথায় প্রকাশ হচ্ছে স্ত্রীজাতিই সকল অনিষ্টের মূলীভূত কারণ।

মোহ। ভাল দ্রব্যই ত বিপদ বেষ্টিত। ফুলকুলেশ্বরী গোলাপই ত কণ্টকাকীর্ণ।

বেচা। সমুদ্র মন্থন করে যে রত্ন পাওয়া যায় তা কি কেউ ইচ্ছা করে ত্যাগ করে?

রমা। সমুদ্র মন্থনে কালকূট বিষও ত কাক ভাগ্যে উঠে। সামান্য অগ্নি কণা হতে কি সীমাশূন্য বন দগ্ধ হয় না?

মোহ। নগেন্‌কে আমার কিসের ভয়? সে ত এক জন সামান্য জমিদার।

রমা। আমি সে কথা বল্‌ছি না, আপ্‌নার সম্ভ্রমের প্রতিও দৃষ্টি রাখ্‌তে হবে, আপনি যে পথের পথিক তাতে এ সকল কথা যতই গোপন থাকে ততই ভাল। কলঙ্ক চন্দ্রেরই ভূষণ, সূর্য্যের ত নয়।

মোহ। বেচারাম, নগেনের পত্রখান্ আর একবার পড় ত?

বেচা। (পত্র পাঠ)

পূজ্যবর শ্রীযুত রাজা উদয়াচল দেব

মোহন্ত মহাশয় শ্রীচরণেষু।

মহারাজ!

আপনি অনাথনাথের মোহন্ত, আপনি যে ধর্ম্মাবলম্বী এবং যে

গুরুভারাক্রান্ত পদে অভিষিক্ত, তাহাতে আপনার বারাঙ্গনা ভক্ত হওয়া উচিত কি না একবার স্থির চিত্তে বিবেচনা করিলে অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন যে আপনি গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছেন। মন্দির দেবতার, আপনার হস্তস্থিত ধনও দেবতার, আপনি নিজে ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ মাত্র, অপরের ধনে, অপরের ভবনে, বেশ্যা প্রতিপালন করিবার আপনার কি অধিকার আছে একবার বিবেচনা করিবেন। দামিনী আমারই, আমি যখন কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডের অধীনে থাকিয়া অধ্যয়ন করিতাম, তখন যদিও আমি শৃঙ্খল বদ্ধ ছিলাম, তথাপি অনেক যত্নে আমি তাঁর পবিত্র প্রণয় কণা লাভ করিয়া ছিলাম। বয়ঃপ্রাপ্ত সহকারে স্বাধীনতা লাভ করিয়া আমি বিগত মাসে দামিনীকে দশ হাজার টাকা দিয়াছি, দামিনী বেতনভুক্ত হইয়া আমারই হইবে ইহা স্থিরতর হইয়াছিল, অতএব দামিনীর উপর আমারই সম্পূর্ণ স্বত্ব ও অধিকার। আপনি আমার অপরিচিত নহেন এবং বড় লোকের মধ্যে আপন আপন স্বত্বের স্ত্রীলোক লইয়া বিবাদ বিসম্বাদ অতীব দুঃখের বলিয়া আপনাকে লিখিতেছি যে আপনি পত্রপাঠ আমার সম্পূর্ণ স্বত্বের অতীব প্রিয়পাত্রী দামিনী সুন্দরীকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন। না দিলে তিন দিবস অপেক্ষা করিয়া অগত্যা আমি অপর উপায় অবলম্বনে বাধ্য হইব ইতি।

প্রণয়াকাঙ্ক্ষী

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সিংহ।

রমা। কাল ত তিন দিবস গত হয়েছে।

মোহ। এ গর্ব্বসূচক পত্র পেয়ে যদি আমি দামিনীকে পরিত্যাগ করি তবে লোকে আমায় কি বল্‌বে?

বেচা। তা বই কি মহারাজ, অতি কাপুরুষ ভীরুস্বভাব পশুতেও এ কাজ করে না।

রমা। নগেন্ বাবুর পত্রখান্ কঠিন তার সন্দেহ কি, কিন্তু—

মোহ। দামিনী যদি নগেনের বিবাহিতা স্ত্রী হতো, তা হলে আমি

এ পত্র শীরোধার্য্য কর্‌তেম। দামিনী স্বাধীন বেশ্যা, তার উপর নগেন্‌ যে রূপে স্বত্ব স্থাপনের উল্লেখ করে, তা কে শুন্‌বে, সে শুন্‌বার যোগ্য কথাই নয়। অতএব এ অকারণ বিবাদের কারণ আমি নই,— নগেন্‌। নগেন্‌ই আততায়ী, তার উত্থিত খড়্গের নীচে আমি কি ভেড়ার মত গলা পেতে দেব? তা হলে আমার আর কি সম্ভ্রম থাক্‌বে? কে আর আমাকে মান্য কর্‌বে? ভবিষ্যতে লোক সমাজে আমার কোন জিদ্‌ আর কখন কি রক্ষা হবে? এ অপমান হতে মরণও ভাল। আমার সহস্র কলঙ্ক হোক্‌ তথাপি আমি প্রাণ থাক্‌তে নগেনের আজ্ঞাধীন হতে পার্‌বো না।

বেচা। স্বর্গে গিয়ে যদি গোলামিই কর্‌তে হয় তবে এমন স্বর্গেই বা কাজ কি।

মোহ। রমানাথ, মান বড় পদার্থ।

রমা। আপনি যা বল্‌ছেন সে সকলই অন্যের পক্ষে, কিন্তু আপ্‌নার কথা স্বতন্ত্র। একটু বিবেচনা করুন।

বেচা। মহারাজের বিবেচনারই বা ত্রুটী কই?

মোহ। তুমি কি দামিনীকে নগেনের কাছে পাঠিয়ে দিতে বল?

রমা। হাঁ মহারাজ, আমি তাই বলি।

মোহ। তোমার বুদ্ধির ভ্রম হয়েছে, এ কাপুরুষের কাজ আমা হতে হবে না।

রমা। তবে "যদ্ভিধে মনসাস্থিতং।"

মোহ। তুমি ভয় পেয়ো না। আমাকে সত্বর সংবাদ এনে দাও নগেনের সঙ্গে কত লোক আছে। আর রংমহলের সিংহদ্বারের পালোয়ানদের আদেশ দাওগে যে বিনা অনুমতিতে এক প্রাণী-কেও প্রবেশ কর্‌তে না দেয়।

রমা। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

বেচা। এ বিবাদ যদি বেধে উঠে, নগেন্ যদি যথার্থই জোর করে এ মন্দিরে প্রবেশ কর্‌তে উদ্যত হয়, ঘোর দাঙ্গা উপস্থিত হবে, আপ্‌নি দেখ্‌বেন বেচারাম এক জন পূর্ব্বকালের সৈনিকের মত যুদ্ধ করে রক্তের নদ নদী সৃষ্টি করে ফেল্‌বে।

মোহ। তোমার উপযুক্ত কাজই ত। নগেনের কি সামান্য আস্পর্দ্ধা! সে জোর করে আমার বাড়ির ভিতর হতে দামিনীকে কেড়ে লয়ে যাবে!

বেচা। কার সাধ্য!

মোহ। আর এই মিথ্যা গর্ব্বান্ধ নাবালকের ভয়ে রমানাথ আমাকে কলঙ্কে ডুবুতে চায়।

বেচা। স্ত্রী সম্বন্ধে মান অপমান উনি কি বুঝ্‌বেন। এ বিষয়ে উনি পরামর্শ দিবার কে?

মোহ। যাহোক্ সরকারের আটক করা ইস্কুল হতে কি ছেলেই তোয়ের হয়ে বেরিয়েছে।

বেচা। সর্প শিশুকে যেখানে যে ভাবে রাখ, সময়ে দংশন কর্‌বেই কর্‌বে।

মোহ। দামিনীর মত সুন্দরী সকল গুণের বেশ্যার তরে আমার সকলই করা কর্ত্তব্য।

বেচা। কিন্তু মহারাজ, একটী কথা বলি। দামিনী রংমহলের আমোদের মাথাটী একেবারে চিবিয়ে খেয়েছেন। আমাদের কি আর সে দিন আছে, অবিরত নাচ গান, মদের স্রোতঃ, মেয়ে মানুষের হাটবাজার, হাসির হর্‌রা, আমোদের হই হই রই রই শব্দ, এখন আর কি আছে। সকলেই চোর, আপনিও যেন দামিনীর বরণ করা স্বামী, আপনার ভাগ্যে লুকিয়ে চুরিয়ে এক আধ্‌টি রাজভোগ মাত্র সার হয়েছে। স্বাধীনতা একেবারে গিয়েছে। আমোদের নাম টুকুও নাই।

মোহ। দামিনীকে আমি বিবাহিতা স্ত্রীর মত ভক্তি করি।

বেচা। বিবাহের নামটী কর্‌বেন না, ওতে মোহন্তদের ধর্ম্ম নষ্ট হয়।

বিবাহ না করে লক্ষ স্ত্রীর বাপের শ্রাদ্ধ করুন তাতে কোন দোষ নাই।

মোহ। অবিশ্রান্ত স্ত্রীসুখ কারু ভাগ্যে ঘটে না। দেবরাজ ইন্দ্র, স্বর্গের রাজা, মধ্যে মধ্যে তাঁরই শচীকে লয়ে টানা টানি পড়ে, তা আমি কোন্ ছার।

বেচা। আপনি এ বিবাদে জয়ী হোন্, তার পর একটু বিবেচনা কর্‌বেন, যদি শুদ্ধ শচীতেই স্বর্গের সুখ সম্ভবে তবে রংমহল উঠিয়ে দেবেন, এ অভাগা আর এমন করে ভেসে বেড়াতে পারে না।

মোহ। দামিনীকে দেখ্‌লে তুমি অত জড়সড় হও কেন?

বেচা। শুদু আমি নয়, অনেকেই হন্।

মোহ। সেইটী দামিনীর গুণের পরিচয়।

বেচা। এই যে পূর্ণকেশীর কাণ্ড উপস্থিত হচ্ছে, সে রাজভোগও গোপনে খেতে হবে? দেবকুলে জম্মেও চুরি করে অমৃত পান কর্‌তে হল!

মোহ। হাঁ, সেই এক দিন আস্‌ছে! মালিবউ ত বলেছে সে কাণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে সকলই গোপন চাই। তার পর পূর্ণকেশী দ্বিতীয় রাণী, দামিনীর ছোট বোন্।

বেচা। এই রূপে আপ্‌নি স্ত্রীলোকের গৌরব রক্ষা কর্‌বেন? সে অভিমানিনীর এ অপমান কি সহ্য হবে? মেছোবাজারের খেম্‌টাওয়ালি পাটরাণী আর সাবিত্রী বাঁদি!

(নেপথ্যে কোলাহল শব্দ।)

মোহ। দেখ দেখ কি হল, কি হল! (উত্থান)

দ্রুতবেগে রমানাথের প্রবেশ।

রমা। মহারাজ, নগেন্ বাবুর সঙ্গে পাঁচ শ গোড়ো গোয়ালা, একেবারে রংমহলের দ্বারে এসে পড়েছে।

মোহ। দামিনী কোথায়? দামিনী কোথায়?

বেচা। মহারাজ, হুকুম দিন্, এখনই নগেনের মাথাটা কাটি।

মোহ। এসো, এসো?

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অনাথপুর। রংমহলের এক ঘর।

দামিনী ও শশিমালার প্রবেশ।

দামি। রমানাথ সে দিন না থাক্‌লে নগেনের সঙ্গে কখনই সন্ধি হত না।

শশি। ঐ মানুষটী বড় ভাল। যাহোক্ ভাগ্যে তুমি কারু কথা না শুনে অমন্ করে দরজায় গিয়ে পড়েছিলে, তাই ত নগেন্ থাম্‌লো।

দামি। আমি মনের মধ্যে বেশ্ জান্‌তেম নগেন্ আমাকে দেখ্‌লেই জল হয়ে যাবে।

শশি। জ্বলন্ত আগুণে যেন একেবারে জল পড়্‌লো।

দামি। এ উপায় না কর্‌লে অকারণ কতক গুল দুঃখীলোকের প্রাণ যেতো।

শশি। পূর্ব্বকালে রাজকন্যাদেরই জন্যে রাজারা যুদ্ধ কর্‌তেন, এখন দামিনীর জন্যেও যুদ্ধ হয়।

দামি। আমরাই এখনকার রাজকন্যা।

শশি। তেম্‌নি রাজাও সব জুটেছেন। যাহোক্ এক মাসের জন্যে এ বিবাদ থাম্‌লো; তার পর?

দামি। আরো এক মাস দেখ্‌বো।

শশি। যাই কর, অনাথনাথের এ ষাঁড় বাগ্‌ মান্‌বার নয়। রাজভোগের কথা তুমি কেমন করে জান্‌লে?

দামি। যোগেরই সঙ্গে মোহন্তের সাট্ ছিল, যোগে এসে মোহন্তকে বল্‌তো রাজভোগ এসেছে অম্‌নি মোহন্ত আমার কাছ

থেকে উঠে আস্‌তেন। যোগে যখন সে দিন বাড়ি যায়, যাকে বদ্‌লি দিয়ে গিয়েছিল সে বড় বোকা, মোহন্ত তাকে একদিন সুধালেন কেমন রে রাজভোগ এসেছে, সে ত অত জানে না অম্‌নি বল্‌লে রাজভোগ চুল বাঁদ্‌ছে, এখনি আস্‌বে। তাতেই সব জান্‌লেম।

শশি। দেখ্‌লে ত, মত্ত হাতী কি বারণ মানে। ওঁর নিত্তি নূতন রাজভোগ, তবে তুমিই জান্‌তে পারো না। যাত্রীদের মধ্যে যে দিন যে খুব সুন্দরী, সেই সে দিনের রাজভোগ। কেউ বা চুল বেঁধে বেশ ভূষা করে আসে, আর যে তেমন নয় তার ভাগ্যে বেচারাম।

দামি। পূর্ণকেশীর কথা তোরে কে বল্‌লে?

শশি। রমানাথ। দেখো যেন তাঁর নাম কোন মতে প্রকাশ না হয়।

দামি। ধরে আনিয়েছে, বেশ শুনেছিস্?

শশি। রমানাথ বল্‌লেন, শ্যামা ময়রার দোকানে পূর্ণকেশী, তার দীদী আর একটা মাগী বসেছিল, বেচারামের লোক গিয়ে যেন তারে লুপে উড়িয়ে তুলে লয়ে এলো।

দামি। তবে রাখ্‌লে কোথা? আমি ত কিছুই ঠিক কর্‌তে পার্‌ছি নি।

শশি। রমানাথ অনেক করে বলেছিলেন তুমিই যদি তাঁর সতীত্ব রক্ষা কর্‌তে পারো। পূর্ণকেশী যথার্থই সতী।

দামি। পূর্ব্ব জন্মে কত মহাপাতক করেছি তারই ফলে এজন্মে এই ভোগ হচ্ছে। তবু স্বজাতির মধ্যে সতী দেখ্‌লে মনে কতই অহঙ্কার হয়। সতী বিপদে পড়্‌লে তার সতীত্ব রক্ষা কর্‌তে প্রাণ দেব, তার আবার কথা কি! এই জন্যেই ত বনের দামিনী পিঞ্জরের পাখি হয়েছে।

শশি। আমি ত সেই কালেই বলেছিলেম এ হবার নয়।

দামি। কেন, তুই কি তখনকার কথা সব ভুলে গেলি? মোহন্ত যখন আমাকে আদর করে লয়ে এসে এই ঘরে বসালে, কত

ভালবাসা দেখাতে লাগ্‌লো, কত টাকা গহনার লোভ দিতে লাগ্‌লো, আমি কি কিছুতে এ তীর্থে এ পাপ কর্‌তে স্বীকার হয়েছিলেম। তার পর যখন পাশের ঘর হতে বন্দিনী সতী কাঞ্চনমালা কেঁদে উঠ্‌লো তখনই ত আমি ফাঁদে পড়্‌লেম। মোহন্ত আমার কথায় তাঁকে ছেড়ে দিলেন, আর কখন কোন সতীর সর্ব্বনাশ কর্‌বেন না স্বীকার কর্‌লেন, নিতান্ত আমারই হবেন বল্‌লেন, তবে ত আমার মন ভিজ্‌লো। তবে ত আমি ভাব্‌লেম যে আমা হতে এ তীর্থের কিছু উপকার হবে। তবে ত আমি এখানে থাক্‌লেম। তা না হলে আমি কিছু পাপ মনে এ তীর্থে আসি নি। বাবা অনাথনাথকে দর্শন কর্‌তেই এসেছিলেম।

শশি। কিন্তু তা হবার নয়। মোহন্ত সতীত্বের রাক্ষস।

দামি। আরো এক মাস দেখ্‌বো।

শশি। চল, রংমহলের নীচে উপর সব ঘর গুলিন্ আর একবার ভাল করে দেখে আসি।

দামি। চল্।

[উভয়ের প্রস্থান।

বেচারাম ও পূর্ণকেশীর প্রবেশ।

বেচা। তুমি একটু এই ঘরে বস, আমি সব স্থির করে আস্‌ছি। তুমি ভদ্র লোকের মেয়ে বিপদে পড়েছো আমি অবশ্য রক্ষা কর্‌বো।

পূর্ণ। (পালঙ্কে উপবেশন করিয়া) আমায় একটু জল দাও?

বেচা। (একটু দূরে জলে মদ মিশ্রিত ও স্বগত) এইবার তোমার মাথা খেলেম। কপোতিনী আপনিই ব্যাধের ফাঁদে এসে পড়ে। (নিকটে আসিয়া) এই ধর, বাবা অনাথনাথের চরণামৃত খাও।

পূর্ণ। বাবা, আমায় রক্ষা কর (পান।)

বেচা। আমি এলেম বলে।

[প্রস্থান।

পূর্ণ। (স্বগত) দেবতার স্থান এমন ভয়ানক! এ যদি চোর ডাকাত হতো, তা হলে এ বালা দুগাছাও খুলে নিত। ধরে এনে ঘরে পুরে রাখ্‌বে কেন? অবশ্য আমার উপর কারু অন্য লোভ হয়েছিল, কে বুঝি আমার রূপে মোহিত হয়েছিল, আমার সতীত্বের প্রতি বুঝি কারু লোভ হয়েছিল, সেই এ কাজ করেছিল; তা ভাগ্যে এঁর হাতে পড়্‌লেম, তাই ত রক্ষে। কি কুক্ষণেই আজ অনাথপুরে এসেছিলেম! আহা! দীদী মালিবউ আমার জন্যে কি কর্‌ছে!— আমার শরীর এমন কর্‌ছে কেন? আমার মাথা যেন ঘুর্‌ছে,—(শয়ন।)

যোগের প্রবেশ।

যোগে। (দেখিয়া স্বগত) ইস্! আজ্‌কের রাজভোগে যে মহারাজের মুণ্ডপাত!—ঘুমিয়ে পড়েছে, নরম গদি, ঝুর্ ঝুর্ করে বাতাস দিচ্ছে, যেমন পড়েছে অম্‌নি ঘুমিয়েছে। যা হোক্ উঠাই। (প্রকাশে) বিবি, ও বিবি, ঘুমালে ত চল্‌বে না, মোহন্ত কি তোমাকে এখানে ঘুমাতে এনেছেন? বিবি উঠ, আমার সঙ্গে একটা বন্দবস্ত কর? (মুখের নিকট নাশিকা লইয়া) মদ খেয়েছে, ছুঁড়ির নেশা হয়েছে। ভাল যাবার সময় বুঝে লব। ভোরের সময় মরা কাঁধে করে পৌছবার ভার যোগেরই, তখন সব শালাই নেশায় বেহুঁষ, তখন তুমি মোহন্তেরও নও, মোহন্তের বাবারও নও, যোগে তখন হুঁষ বাহালে আপ্‌নার কড়া গণ্ডা বুঝে লবে। এমন না হলে কি চাকুরি করে সুখ। এই সময় এক গেলাশ টেনে নি। এখনি বেটারা এসে ভূতের মাতুনি কর্‌বে।

আর এই গোলবালিশে ঠেশ মেরে একবার বানরের লেজটা মুখে পুরি। (পান ইত্যাদি) কি মজা, কি আরাম, বড় মানুষ বেটারাই সুখী।

দামিনী ও শশিমালার প্রবেশ।

দামি। ও কিরে সর্ব্বনেশে? মোহন্ত কি তোকে রংমহলে বদ্‌লি রেখে গেছেন? (যোগে দণ্ডায়মান।)

শশি। যোগেকে সাজিয়ে দিলে ও কি অমন ভেড়িওয়ালা হতে পারে না?

দামি। হাঁরে তুই কি তোর মোহন্তের শালা না বোনাই?

যোগে। মেয়ে মানুষে শালা বলে গাল দেয় এ ত কখন শুনি নি। ফর্‌শীতে জল ঠিক্ হয়েছে কি না তাই টেনে দেখ্‌ছিলেম। তা তাকিয়ের কাছে না বস্‌লে কি ফর্‌শী টানা যায়? তুমি আমাকে বিনিদোষে শালা বল্‌লে, আমার বোন্‌কে বিয়ে কর্‌লে, মোহন্ত মহারাজকে বলি দেখি তিনি কি বলেন।

দামি। যা, এখনই বল্‌গে, তোর মোহন্ত আমায় ফাঁশি দেবে।

[যোগের প্রস্থান।

শশি। (পালঙ্কের নিকট আসিয়া) এ কে গো! এ যে সাক্ষ্যাৎ রাজকন্যা! আকাশের চাঁদ খসে পড়েছে!

দামি। তাইত লো! বিধাতার একি বিড়ম্বনা! পরপুরুষের জন্যে এ রূপরাশি! এমন স্বর্ণপদ্ম কি আঁস্তাকুড়ে ফেল্‌তে হয়!

শশি। মোহন্তের অপরাধ কি, তিনি ত পুরুষ, আমারই ইচ্ছে হচ্ছে সকল কর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়ে দিন রাত এই রূপ দর্শন করি।

দামি। একটু সরে আয়, বুঝি ঘুম ভাঙ্গ্‌ছে।

(উভয়ের অন্তরালে গমন)

পূর্ণ। (স্বগত) আমি কি ঘুমিয়ে ছিলেম? তা, এখন ত আমার ঘুম ভেঙ্গেছে, তবু আমার মাথা এমন কর্‌ছে কেন? আমি ত মাথা

তুল্‌তে পার্‌ছি নি। শিবের চরণামৃত খেয়ে কি আমার এমন হল? (তন্দ্রা।)

শশি। শুন্‌লে, সর্ব্বনেশে কুলের বউকে মদ খাইয়েছে।

দামি। যখন সতীত্ব লয়ে টানাটানি তখন মদ কোন্ ছার!

শশি। আহা, মুখ খানিতে যেন সরলতা ভাস্‌ছে!

দামি। এঁর সতীত্ব রক্ষা করাই স্বর্গের সুখ।

শশি। রূপই মেয়ে মানুষের সর্ব্বনাশ করে।

দামি। এঁর যদি সতীত্ব নষ্ট হয় তবে নারী কুলে রূপের গৌরব আর কিছুই থাক্‌বে না।

শশি। যা হোক্ পূর্ণকেশী এখন বাঘের মুখের আহার।

পূর্ণ। (স্বগত) অনাথনাথ! পূর্ণকেশী কি এ বিপদ হতে রক্ষা হবে না! তোমার মন্দিরে কি অবলার সতীত্ব নষ্ট হবে? দয়াময়! তা হলে ত তোমার দয়াময় নামে কলঙ্কের ডঙ্কা বাজ্‌বে! তা হলে কুলবতীর কুলে যে আর কেউ তোমার চরণে শরণাপন্ন হবে না! বেচারাম?

দামি। পূর্ণকেশী, সে চণ্ডালের আর নাম করো না।

পূর্ণ। অনাথনাথ! তোমার মনে কি এই ছিল! তবে কি আমি এ বিপদ হতে উদ্ধার হব না!

দামি। বাবাকে স্মরণ কর, তিনিই রক্ষাকর্ত্তা।

পূর্ণ। তুমিই বা কে, আমাকে এ স্নেহ মাখা কথায় আশ্বাস দিচ্ছ?

দামি। আমি একজন বেশ্যা।

পূর্ণ। তবে তোমার সতীত্বের প্রতি এত যত্ন কেন?

দামি। জেতের অহঙ্কার।

পূর্ণ। অসতী হয়ে যে সতীত্ব রক্ষা করে সেই দেবী। তুমি আমায় রক্ষা কর?

দামি। আমার সঙ্গে এসো?

পূর্ণ। এখনি।

[উভয়ের প্রস্থান।

শশি। (স্বগত) বাবা অনাথনাথের দয়া হয় তবেই রক্ষা হবে, তা না হলে এখনি বিপদ ঘট্‌বে। যা হোক্, সতীত্ব স্ত্রীলোকের কত যত্নের ধন; কত আদরের সামগ্রী; কতই সাবধানে রাখ্‌তে হয়! এমন সতীত্ব এ পামর মোহন্ত অনায়াসে নষ্ট করে! এই দুরাচারদের জন্যেই ত তীর্থ সকলের এত কলঙ্ক—

পূর্ণকেশী ও দামিনীর প্রবেশ।

কে বল্‌বে যে দামিনী নয়। (দামিনীর প্রতি) তুমি আবার পূর্ণকেশী হলে কেন?

দামি। পরে জান্‌বি, এখন পূর্ণকেশীকে সঙ্গে লয়ে এ যমপুরীর ভিতর হতে বেরিয়ে যা। যদি কেউ শুধায়, বলিস্ দামিনী দেবদর্শনে যাচ্ছেন। শীঘ্র যা।

পূর্ণ। দোহাই বাবা অনাথনাথ!

[উভয়ের প্রস্থান।

দামি। (স্বগত) আসুক্ মোহন্ত, আমি এই তার পূর্ণকেশী হলেম। (শয়ন) হায় হায়! তা আমার সতীত্ব কই! পূর্ণকেশী, সোনার পূর্ণকেশী, আমি গোবরের পূর্ণকেশী। অনাথপুরে স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষা হওয়া দায় হয়ে উঠলো।

মোহন্ত, বেচারাম, ও যোগের প্রবেশ।

মোহ। (টল্‌তে টল্‌তে দামিনীর নিকটে আসিয়া) বেচারাম, বেঁচে থাক বাবা। এ যে যথার্থই পাত্‌লা মেঘে ঢাকা চাঁদ! যথার্থই যে ঘষা ফানুশে মোমবাতী জ্বল্‌ছে!

বেচা। তবে আশীর্ব্বাদী কিছু আজ্ঞা হোক্।

মোহ। অর্দ্ধেক রাজ্য আর এক রাজকন্যা।

বেচা। রাজকন্যা কি দামিনী?

মোহ। দূর আহাম্মক, দামিনী কি কন্যা?

বেচা। তাই বলেই কেন দান করে ফেলুন না?

মোহ। দামিনীর উপর বুঝি বড়ই লোভ?

বেচা। বাপ্‌রে, গুরুকন্যা! মদই খাই, আর মাত্‌লামিই করি, কিন্তু সে জ্ঞানটী টন্‌টনে আছে।

মোহ। কিন্তু বাবা, দান কর্‌লে নগেনের দাঙ্গা থামায় কে?

বেচা। ওরই জন্যেই ত দাঙ্গা। এখন শূর্পনখার মত নাক্‌ কান্‌ কেটে বিদায় দাও।

দামি। (স্বগত) আচ্ছা, থাক্‌ পোড়ার্‌মুখো।

বেচা। দেখ দেখি, এমন রাজভোগও চুরি করে খেতে হল। সেকাল থাক্‌তো, আজ রংমহল ফাটিয়ে ফেল্‌তেম।

মোহ। বাবা, এ স্ত্রী সম্ভোগই পুরুষের সৌভাগ্য। আমার মোহন্ত-গিরী সার্থক, আমার জন্মও সার্থক।

বেচা। তোমার অনাথনাথও সার্থক।

মোহ। লোকে বলে "যে অনাথনাথ সেই মোহন্ত।"

বেচা। ভগবান্‌ ভক্তবৎসল তার আর ভুল কি?

মোহ। "তুমি রাধা আমি কৃষ্ণ, ভক্তিমানে কয়।"

বেচা। এমন মজা আর পাবে না। পায়ের শিকল কাটো, স্বাধীন হও, বাবার রাজ্যে মনের সুখে লুটেপুটে খাও।

মোহ। যোগে, বেটা মদ দে না? তুই কি হাঁ করে তোর বাপের শ্রাদ্ধ দেখ্‌ছিস্‌?

যোগে। (স্বগত) এ বাপের শ্রাদ্ধই বটে, তা আমার কি তোমার এর পর দেখাবো।

বেচা। সুন্দরী এখনো নেশায় ভাস্‌ছেন।

মোহ। আজ আর আহ্লাদ শরীরে ধরে না। (মদ্য পান) বাবা, বেচারাম, ফটোগ্রাফে তুমি যেমন উঠেছো, তেম্‌নি করে একবার দাঁড়াও ত? আমি তেম্‌নি করে বসি। (উপবেশন) যোগে, তুই মদের গেলাশ তেম্‌নি করে ধর্‌।

বেচা। আচ্ছা বাবা। (বক্রভাবে দণ্ডায়মান।)

মোহ। (উঠিয়া বেচারামের গলা ধরিয়া নৃত্য।)

হর হর হর বাবা, বম্ বম্ বম্।
চিরদিন কর মোরে, যুবতীর যম।
হর হর হর বাবা, বম্ বম্ বম্॥

দামি। (মৃদুস্বরে) কই, বেচারাম, তুমি এখনো এলে না? আমাকে উদ্ধার কর্‌লে না?

বেচা। এই ত আমি এসেছি। (নিকটে গমন।)

দামি। তবে আমায় লয়ে চল।—ও আবার কে?

মোহ। আমি তোমার, আমি পূর্ণকেশীর।

দামি। স্বামী বই পূর্ণকেশীর আবার আমার কে?

মোহ। আজকের মত আমার পূর্ণকেশী। (করস্পর্শে উদ্যত)

দামি। দুরাচার, পাষণ্ড, তুই সতীকে ছুঁস্ নি?

বেচা। সতী, মুখ খুলে দেখ, স্বয়ং অনাথনাথ, যিনি সতীর পতি, তিনিই তোমার হাত ধর্‌ছেন।

দামি। অনাথনাথও সতীর পরপুরুষ।

মোহ। এমন গেছো মেয়ে মানুষ ত বাপের জন্মে দেখিনি।

দামি। বেচারাম, তোমার কি এই ধর্ম্ম?

বেচা। দেবতার মন্দিরে আবার ধর্ম্মাধর্ম্ম কি?

মোহ। আর একটু চরণামৃত দাও, বুদ্ধি পবিত্র হোক্?

দামি। মদকে চরণামৃত বোলো না, মুখে কুট হবে।

মোহ। আমরা তোমার কাছে শ্লোক শুন্‌তে আসি নি। (বেচারামের প্রতি) এ রূপে হবে না, একটু রকম দেখাও?

বেচা। ছি, সুন্দরী, অমন করে মোহন্তকে কটু কথা বল্‌তে আছে। (বস্ত্রাকর্ষণ)

দামি। (দণ্ডায়মানা) তবে রে পামর নরাধম মোহন্ত! তোর কি এই কাজ! এই কি তোর মোহন্তগিরি! তুই এম্‌নি করে অনাথনাথের নাম করে কুলকামিনীদের সতীত্ব নষ্ট করিস্?

মোহ। তুমি এখানে কেন? (কম্প)
বেচা। দেখ, বিবি, আমি তোমাকে কিছুই মন্দ বলি নাই। (কম্প)

[দামিনীর পশ্চাতে সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মন্ত্রেশ্বর। কালীকমলের বাটীর দলিজ।

হরিনামের ঝুলী হস্তে কালীকমলের প্রবেশ।

কালী। (স্বগত) হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে। আঃ, বেটা কি আমার নবাব-পুত্র, হুকুম করে পাঠিয়েছেন, মাগ্‌কে লয়ে যাবেন! বেটাকে যেন আমি মেয়ে বিক্রী করেছি! মনের মধ্যে জান না বাবা, ভিটে বন্দক দিয়ে বিয়ে দিয়েছিলেম! আর বিয়ে দিলেই যদি মেয়ে তোর হলো, তবে এই পাঁচ বৎসর তোর মেগের খোরাকি কেন আমার ঘাড়ে পড়ে? দে, কড়া গণ্ডা বুঝিয়ে দে, দিয়ে তোর মাগ্‌কে লয়ে যা। (হরে কৃষ্ণ ইত্যাদি।) যাই মেয়ের যৌবন হলো, মোহন্ত মহারাজের নজর্ পড়্‌লো, আমার রোজ-গারের পথ হলো, দুঃখ ঘুচ্‌বার দিন এলো, অম্‌নি বেটার মাথায় টনক্ পড়্‌লো, অম্‌নি মাগ্ মনে হলো! আহ্লাদে গলে গেলেন, মাগ্ লয়ে যাবেন! দাঁড়াও বাবা, আগে আপ্‌নার পাওনা গণ্ডা তুলে লই, অনেক দিন দুঃখে গেছে, আগে কিছু সঙ্গতি করি, তবে তোর মাগ্ লয়ে যাস্। বাপ্ মার্ দুঃখ ঘুচাবার জন্যে গরিবের ঘরে সুন্দরী মেয়ে জন্মায় তা কি কখন বাপের জন্মেও কানে শুন নি? হাঁ, তুমি বড়মানুষের ছেলে হতে, শশুরকে দশ

টাকা দিয়ে সাহায্য কর্‌তে পার্‌তে, তা হলেও জান্‌তেম, তোমারই থাক্‌তো। তা দূরে থাকুক, দেনায় ডুবিয়ে রেখেছো, ভিটে লয়ে টানাটানি পড়েছে, এমন সময় আমি দুগ্ধবতী গরুটী ওঁর গোয়ালে বেঁধে দিয়ে আসি! মেয়ে সুন্দরী হলে দশ পুত্রের কাজ করে, তা যদি আমার ভাগ্যে ঘটেছে, আমি কি ইচ্ছা করে ত্যাগ কর্‌বো? তোকে বিয়ে দিয়েছি এই তোর ভাগ্যি, এখনো আমল দিচ্চি এই যথেষ্ট, আবার গরিবের ছেলের এ ঘোড়ারোগ কেন? দাঁড়াও বাবা, শীঘ্র তোমার বিষদাঁত ভাঙ্গ্‌ছি, এই—

মালিবোয়ের প্রবেশ।

মালিবউ, দশ কথা শুনিয়ে দিতে পারিস্‌ নি?

মালি। জামাইটী যে কাটগোঁয়ার তা ত জান।

কালী। লয়ে যাবার কথা কিসে হল?

মালি। আগে এখানে আস্‌তে চাইলে, তা আমি বল্‌লেম বড় ধুপ ফুটেছে এখন মাস খানিক যেও না।

কালী। সে ত মন্দ কথা নয়, পূর্ণকেশী বিপিনকে যে ভালবাসে, আসা যাওয়া বন্দ না হলে ত স্বভাব ফির্‌বে না।

মালি। তার পর বল্‌লে তবে আমি তাকে এখানে লয়ে আস্‌বো।

কালী। অম্‌নি বল্‌তে হয় বাঁড়ুয্যে মহাশয় কি তোমায় মেয়ে বেচে খেয়েছেন?

মালি। আমরা কি আর অমন্‌ কথা বল্‌তে পারি।

কালী। তবে আর পার্‌বে কে? তুই ত আমার ঘরের গিন্নীর মত।

মালি। তা আদর করে যা বলেন্‌।

কালী। যাহোক্‌ এখন ত আসা বন্দ হয়েছে।

মালি। পূর্ণকেশী আবার আমাকে যেতে বল্‌ছেন, এবার তিনি পত্র দেবেন।

কালী। পত্র গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিস্‌? ভ্যালা সাবিত্রীকে পেয়েছি!

মালি। সোমত্ত মেয়েমানুষ এমন স্বোয়ামী কাঙ্গালী আর ত দুটী দেখিনি। এ বয়সে হেসে খেলে পাঁচ জনার সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করে বেড়াবে এইত জানি। তা নয়, সারা দিন রাত হা স্বোয়ামী হা স্বোয়ামী এই কর্‌ছেন।

কালী। মন ফিরাতে অনেক কাট খড় চাই।

মালি। মন ফেরে এমন ত বুঝায় না। বিপিনের নামে যেন একেবারে গলে পড়েন।

কালী। সর্ব্বনাশী দামিনী থাকৃতে অন্য উপায়েও ত কিছু হবে না।

মালি। যে গোল হল তাই ত দামিনী শুন্‌লে। তা না হলে মোহন্তের সকল কাজ কি দামিনীর কানে উঠে? যাহোক্ বাপু, মোহন্ত মহারাজের দৌলতে এ বয়সে অনেক স্বোয়ামী-সোহাগিনী সোমত্ত মেয়েমানুষ দেখ্‌লেম কিন্তু তোমার পুর্ণর মত স্বোয়ামী-আঁকড়া মেয়ে ত কখন দেখি নি।

কালী। যা হবার তা হয়েছ, আমি জান্‌লে এতটা গোল কখনই হতো না। এবার যাতে পাকা কাজ হয় তা করা যাবে।

মালি। পাড়ার লোকেরও মরণ দশা, কেউ কেউ বলেন মেয়েটাকে অমন করে লাঞ্ছনা কর্‌লে তা বাপ্ মিন্‌শে একটী কথাও বল্‌লে না। কেউবা আবার অন্য রকম কানাকানি আরম্ভ করেছেন।

কালী। করুক্, কানাকানির কথা কে বা কানে শুনে। বেচারাম আজই আস্‌বেন, তুই আবার একবার আসিস্?

মালি। দেখো যেন পুর্ণ বেচারামকে দেখে না?

কালী। হাঁ, তা কি হয়!, সেই জন্যে আমি এই প্রাতঃকাল হতেই দলিজে বসে আছি। ২

[মালিবোয়ের প্রস্থান।

কালী। (স্বগত) আমি লোকের কথার কি ধার ধারি! সমাজের সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ! এই যে আমি সমস্ত দিন রাত টাকার জন্যে হা হা করে বেড়াচ্ছি, এই যে আমার

ভিটে টুকু যায় যায়, আমি হাত পা বাঁধা হয়ে সমাজের চরণতলে পড়ে থাকি, সমাজের কেউ কি সমাজ রক্ষা কর্বার্ জন্যে আমার দিকে তাকাবে? আমি একদিন উপবাস করে থাক্‌লে কেউকি এসে সমাজের নিয়ম প্রতিপালন কর্‌ছি বলে আমাকে আহার দিবে? তবে সমাজের জন্যে আমার কি মাথা ব্যথা পড়েছে? টাকার জন্য আমার যা ইচ্ছা হবে তাই কর্‌বো।—তা এমনো পোড়াকপালি মেয়েও জন্মেছিল! একবার—

বেচারামের প্রবেশ।

আস্‌তে আজ্ঞা হোক্, আজ আমার সুপ্রভাত।

বেচা। সুদিন ভেবেই এলেম।

কালী। টাকার কি বলুন দেখি?

বেচা। ভস্মে ঘি ঢালা করে মহারাজ আর এই এক শত টাকা দিয়েছেন। (প্রদান)

কালী। সে দোষ ত মহারাজেরই। আপ্‌নিই আপ্‌নার ঘরে সাপ পুষে রেখেছেন।

বেচা। তাঁর অনুরোধ, পূর্ণকেশী আর একবার অনাথপুর পবিত্র করেন।

কালী। রাজদূতের কর্ত্তব্য যে যার সংবাদ তাহাকেই বলেন্।

বেচা। যখন আপ্‌নার এত দয়া তখন সময়ে রাজদূত সে কাজ কর্‌বে তার সন্দেহ কি।

কালী। দামিনী থাকৃতে তাতেই বা ফল কি?

বেচা। নেড়া বেলতলায় ক বার যায়?

কালী। নগেন্ বাবুকে দামিনীকে দিলেই ত হত?

বেচা। মহারাজের এখন শনির দশা তাই সে কাজ ঘটে নাই।

কালী। কিন্তু অনাথপুরে পূর্ণকেশীর এখন যেন রাক্ষসের ভয়।

বেচা। প্রাণের দায়ে আবার কতলোক যমালয়েও যেতে চায়।

কালী। সেইটী বড় কঠিন কাজ!

বেচা। এবার যখন ত্রিবেণী মিলিত হয়েছে, তখন এ স্রোত কে রোধ কর্‌বে, এ স্রোতে সাগর সঙ্গম ঘট্‌বেই ঘট্‌বে। মহারাজও এই সাহসে বুক বেঁদেছেন।

কালী। টাকা, টাকার কি বলুন?

বেচা। হাজারই পাবেন। আর এটাও ভাব্‌বেন যে মোহন্তের সংসার সামান্য সংসার নয়, এ সংসারে ঢুক্‌লে পুরুষানুক্রমে চলে। আপ্‌না হতেই দেখুন না, মায়াবতী, তার পর পূর্ণকেশী, আবার স্বর্ণলতা হাতে আছে।

কালী। মোহন্ত কৃতকার্য্য হোন্‌ আমার দিন ফুরাবে না।

বেচা। তাই বলুন।

কালী। পাড়ার দুএকজন এরই মধ্যে কানাকানি আরম্ভ করেছে। একটু নির্জ্জনে চলুন?

বেচা। মোহন্ত মহারাজের কথায় কানাকানিই সার। কার্‌ সাধ্য কিছু ফুটে বলে!

কালী। আমারও সেই সাহস।

বেচা। কমলা সাহসেরই ছায়া স্বরূপ। টাকার জন্যে ভাব্‌বেন না, এবার এই উঠানে টাকার মরাই বাঁধ্‌বেন।

কালী। এই দিগে আসুন?

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মন্ত্রেশ্বর। পূর্ণকেশীর শয়নাগার।

মায়াবতী ও মালিবোয়ের প্রবেশ।

মায়া। মালিবউ, তোর পেটের কথা পেটেই থাকে বলে আমি প্রকাশ কর্‌ছি, কিন্তু দেখিস্‌ ভাই, যেন কারু কাছে ভুলভ্রান্তে বলে ফেলিস্‌ নি?

মালি। তুমিও যেমন, আমি কি এম্‌নি হাল্‌কা! বুড়ো হতে চল্‌লেম, এ কাজ কত করেছি, কই কখন শুনেছো মালিবউ কারু কথা কারু কাছে বলেছে।

মায়া। স্বভাবের দোষ বল্‌ আর যা বল্‌, দুষী আমি বটে, তা এক শ বার স্বীকার কর্‌বো। কিন্তু আগে শুন? পূর্ণকেশীর বিয়ে হতেই আমি বিপিনের। পূর্ণকেশীকে ছাল্‌নাতলায় লয়ে গিয়ে আমি যেন আগেই মনে মনে বিপিনকে বরণ করে বস্‌লেম। বাসর ঘরে যখন শুভদৃষ্টি হল তখন ভাব্‌লেম বিপিন আগে আমারই হবে।

মালি। উলুবনে মুক্ত ছড়িয়ে ছিলে আর কি!

মায়া। তার পর এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে বিপিন যতবার এখানে এসেছে আমি মনের সাধ মিটাতে কতই যত্ন করেছি তা কি বল্‌বো। এমন কি যদি কোন দেবতার আরাধনা কর্‌তেম তা হলে তাঁকেও পেতেম।

মালি। বিপিন কি তখন তোমার মনের ভাব জান্‌তে পারে নি?

মায়া। তা আবার পারে নি! যখনই চার্‌ চোকে দেখা হয়েছে তখনই মুচ্‌কী হেঁসে কটাক্ষ হেনেছি, যখনই অবসর পেয়েছি তখনই শালি-যোগ্য তামাসার স্রোত ভাসিয়েছি, কখন ক্ষেপা পাগলের মত তার মুখ পানে ভেল্‌ ভেল্‌ করে চেয়ে থেকেছি, কখন অকারণে কত আলস্য ভেঙ্গেছি, কত ভঙ্গি করেছি, ছলে কৌশলে যখন যেমন পেরেছি তেম্‌নি করে মনের ভাব দেখিয়েছি।

মালি। গোবধ করেছো, এখন প্রায়শ্চিত্ত কর।

মায়া। বধ আর কর্‌তে পার্‌লেম কই।

মালি। তুমি ধন্য মেয়ে যে এ আগুণ এতদিন পেটে করে রেখেছিলে।

মায়া। পুরুষে যে এমন কঠিন হয় তা কি আমি জান্‌তেম! ভেবেছিলেম মর্ম্মের ব্যথা কখন না কখন বুঝ্‌বে।

মালি। এমন কাট্‌ খোট্টা, এমন বর্ব্বর্‌ আর কি দুটী আছে!

মায়া। তা না হলে অবলার মুখ ফোটায়। লজ্জাবতীর লজ্জার মাথা খায়।

মালি। তাও কি হয়েছিল?

মায়া। হয়েছিল বইকি। পূর্ণকেশী বড় হয়ে উঠ্‌লো, ওদের প্রণয়ের সুখের অঙ্কুর দেখা দিলে, আমার আশালতা শুকিয়ে উঠ্‌লো, বুকের আগুণ দ্বিগুণ জ্বলে উঠ্‌লো। আগুণে-পাহাড় যেমন আগুণ তুলে ফেলে আমি তেম্‌নি এক দিন লজ্জার মাথা খেয়ে একেবারে বলে ফেল্‌লেম।

মালি। মার্‌লে না কি?

মায়া। তা হলে ত বাঁচ্‌তেম। কত বল্‌লেম, কত কাঁদ্‌লেম, হাতে ধরলেম, পায়ে পর্য্যন্ত পড়্‌লেম, কিছুতেই না।

মালি। তুমি এমন মেয়ে হয়ে সাগরে ডুব দিয়ে রত্ন না তুলে কাঁচ তুল্‌বে তা কে জানে!

মায়া। তার পর, আমার ভাগ্যে তাঁর তিরস্কার উপদেশ কতই হল।

মালি। উপদেশ দিয়ে অবলার মনের গতি ফিরিয়ে দেবেন! ধন্য রে পুরুষের বুদ্ধি! এমন পুরুষের মাথায় বজ্রাঘাত হোক্!

মায়া। এখন সাপ দেখ্‌লে লোকে যেমন পালায়, আমায় দেখ্‌লে তাঁর সেই ভাব। তবে পূর্ণকেশী কাছে থাক্‌লে অতটা করেন না এই আমার ভাগ্যি।

মালি। পূর্ণকেশী ত কিছু টের পায় নি?

মায়া। তা পেলে কি দীদীর প্রতি সে ভক্তি টুকু থাক্‌তো, না দীদীর সঙ্গে অনাথপুরে যেতো।

মালি। এতে আর রাগ হবে না!

মায়া। তুই কেন বল্ না, রাগ হয় না, হিংসে হয় না?

মালি। রাগের সীমে কি পূর্ণকেশীকে মোহন্তের হাতে দেওয়া অবধি?

মায়া। সেই ত বিপিনের পাপের দণ্ড। যেমন কর্ম্ম তেম্‌নি ফল। আমি যেমন জ্বল্‌ছি সেও তেম্‌নি জ্বল্‌বে।

মালি। পূর্ণ মোহন্তের হবে, সেও ত তোমার একটা জ্বলন।

মায়া। আমি ত আর দামিনীর মত পাগল হই নি।

মালি। তার পর বিপিন তোমারই।

মায়া। তা যা হয় হবে।

মালি। এত ভালবাসায় নিরাশ হলেই ত এমন পুরুষের মন ফেরে।

মায়া। পূর্ণর আস্‌বার সময় হল, তুই এখন যা, তার পর যেমন বলেছি তেম্‌নি করিস্‌।

মালি। ভাল, তাই হবে।

[প্রস্থান।

মায়া। (স্বগত) বাবা যে মনে মনে পূর্ণকেশীর রূপের উপর তাঁর সমুদয় আশা ভরসা নির্ভর করেছেন তা কি পূর্ব্বে জান্‌তেম! তিনি যে তাঁর মেয়ের রূপ বিক্রী করে বাড়ী খালাস কর্‌বেন, তালুক মলুক কিন্‌বেন, দোল দুর্গোৎসব কর্‌বেন, তা পূর্ব্বে জান্‌তে পার্‌লে একেবারে গোড়া বেঁধেই কাজ কর্‌তেম। তা এইবার দেখা যাক্‌, সে কেমন না মোহন্তের হয়, আর বিপিনই বা কেমন না আমার হয়।—

পূর্ণকেশীর প্রবেশ।

পূর্ণ। এই ত তোমার অনুরোধ রাখ্‌লেম; বেশভূষা কর্‌লেম, চুলও বাঁধ্‌লেম, আল্‌তাও পর্‌লেম; তা এখন কই দীদী?

মায়া। কে দীদী?

পূর্ণ। যে আমার হৃদয়ে।

মায়া। সে আবার বাহিরে কই?

পূর্ণ। তবে কেন চুল বাঁধালে?

মায়া। পাবে বলে।

পূর্ণ। তবে চুল খুলি?

মায়া। তুমি যে যথার্থই পলক হারা হলে।

পূর্ণ। দীদী, তোমার এক পল কত দিনে হয়?

মায়া। নবীন দম্পতির বিচ্ছেদ কত দিন থাকে?

পূর্ণ। তোমারই অনুরোধে আবার আজ আশার সাগরে ভাস্‌লেম।

মায়া। আজ এ জগতমোহিনী বেশের জোরে, এ প্রবল আশার জোরে বিপিনকে পাবেই পাবে।

পূর্ণ। কতদিন কত আদর করে এমন বেশভূষা করেছি, স্বামীর আসা-পথ কত আশা করে দেখেছি।

মায়া। বড় গ্রীষ্ম হলেই ত জল হয়।

পূর্ণ। নৈরাশও ত প্রবল আশার পরেই।

মায়া। এম্‌নি অভিমানই হয় বটে।

পূর্ণ। আমাকে কি আর তাঁর মনে আছে?

মায়া। আর্‌শীতে মুখ খানি দেখে বলদেখি মনে থাকে কি না?

পূর্ণ। দীদী, ভ্রমরের কাছে কে আবার ফুলের রাণী?

মায়া। যেই হোক্, কমলিনী ত ভুল্‌বার নয়।

পূর্ণ। ঐ কথাতেই কমলিনীর বুক ফেটে যায়।

মায়া। তুমি ত ভাই চিরদিনই প্রফুল্ল কমলিনী, তোমার ত সে ভয় নাই।

পূর্ণ। স্বামী যে আমার কল্‌কাতায় থাকেন্।

মায়া। সে পাপ দেশে পতিকে রেখে সতীর মন এম্‌নি চঞ্চলই হয় বটে।

পূর্ণ। দেখ দীদী, এতদিনে একখান পত্রও পেলেম না, তাতেই ত পোড়া মনে মন্দ গায়।

মায়া। বিপিন কি সে আমোদ ভুল্‌তে পারে? যে পতি স্ত্রীকে যত্ন করে আমোদ করে লেখা পড়া শিখায়, সে যখন স্ত্রীকে পত্র লেখে, যখন স্ত্রীর পত্র পায় তখনই ত তার স্বর্গের সুখ। সে সুখ কি ভুল্‌বার্?

পূর্ণ। তবে দীদী, আমার স্বামীর পত্র কই? (কাতর স্বরে) দাও দীদী, তোমার পায়ে পড়ি, একখান্ পত্র এনে দাও? দুঃখিনী স্ত্রী স্বামীর পত্র পেয়ে কি সুখে ভাসে তা তোমায়

একবার দেখাই দীদী। তুমিও কত সুখে ভাস্‌বে। (চক্ষু মোচন)

মায়া। এখন ত বোন্‌, কাঁদালে। কাঁদ কেন? পত্র না লেখ্‌বার আর কোন কারণ থাকৃবে।

পূর্ণ। দীদী, তোমার পায়ে পড়ি, ও কথা বল না? আমায় ভুলে যান্‌, নাই আস্থন, নাই পত্র লিখুন, কিন্তু এ কথা যেন আমায় শুনৃতে হয় না যে তিনি পত্র লিখ্‌তে পারেন নি।

মায়া। তোমার মত স্ত্রী যে স্বামীর কত সৌভাগ্যের ফল তা কি বল্‌বো। তুমি যে কত গুণের স্ত্রী তা তোমার স্বামীই জানেন। পত্রের জন্যে ব্যাকুল হচ্ছ কেন, মালিবউ ত গেছে, স্বামীকেই পাবে।

পূর্ণ। তবে দীদী, আমি একবার হাসি? সুখের সাগরে ভাসি?

মায়া। পাগল হলে না কি?

পূর্ণ। পাগল কর্‌লে যে দীদী। (হাস্য)

(নেপথ্যে মালীবউ।)

মালী। এত হাসি কিসের লো?

পূর্ণ। তুই কে লো?

মালী। আমি তোর সতীন মালীবউ লো।

পূর্ণ। আয়লো, বাবু এসেছেন।

মালি। তাই কি এত হাসির ঘটা।

পূর্ণ। দেখে যা?

মালি। তবে দ্বোর খোল্‌?

পূর্ণ। খুল্‌বো না। ঐ খানে সতীনের জ্বালায় জ্বলে মর্‌।

মালি। সতীনের জ্বালা আমার না তোর? বাবু ত আমার কাছে, আমিত এই কল্‌কাতা হতে এলেম্‌।

পূর্ণ। তবে খুলে দিই।

মালিবোয়ের প্রবেশ।

মালি। কইলো, বাবু কই? সদাই রঙ্গ লয়ে আছ বইত নয়।

পূর্ণ। মালীবউ, তোর পায়ে পড়ি কি হয়েছে বল? (চক্ষে জল)

মায়া। কাঁদো কেন?

পূর্ণ। বল, তোর পায়ে পড়ি?

মায়া। কখন এলি?

মালি। এই আস্‌ছি।

পূর্ণ। বল না ভাই! কেমন আছেন, এলেন না কেন? পত্র দিয়েছেন কি?

মালি। আসতে পারেন্ নি, পত্র লিখতে পারেন্ নি।

পূর্ণ। দীদী, আমার কি হলো!

মায়া। ও কি? ছি ছি!

পূর্ণ। মালিবউ, কি হয়েছে বল, আমার প্রাণ ফেটে যায়।

মালি। বিপিনের ব্যায়ারাম, বাসার লোকে পত্র দিয়েছে।

পূর্ণ। (স্বরোদনে) সর্ব্বনাশের খবর দিলি! দেখ্‌লে দীদী, সাধে কি মনটা এমন কর্‌ছিল, একেবারে সকল আশা ফুরালো। (রোদন)

মায়া। এমন কি কারু হয় না?

পূর্ণ। স্বামী যে আমার বিদেশে।

কালীকমলের প্রবেশ।

কালী। (পূর্ণকেশীর প্রতি) আ, কি বিপত্তি!

পূর্ণ। বাবা, কি হয়েছে? আমার কি হয়েছে?

কালী। মা, তোমাতেও য়ে সেই সকল অমঙ্গলের চিহ্ন দেখ্‌ছি! মা, আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে! কপালের তেমন উজ্জ্বল সিন্দুর কালী হয়েছে! মুখের সে সুন্দর স্বামী সোহাগিনী শোভা কোথায় লুকালো মা? সাড়ির লাল পাড়, পায়ের আল্‌তার রং, সব কালীবর্ণ! মা, সত্য সত্যই কি বিপদ ঘটাবে?

পূর্ণ। বাবা, সত্যই কি আমার বিপদ ঘটেছে? আমার কি এয়োস্ত্র ঘুচেছে? (রোদন)

কালী। হা ভগবান্! মা, ও কথা মুখে এনো না? বাবা অনাথনাথ অবশ্য রক্ষা কর্‌বেন। দুঃখীর আর কে আছে মা?

মায়া। পত্রে কি লিখেছে?

কালী। ব্যায়ারাম বড় শক্ত।

পূর্ণ। বাবা, আমি যাবো?

কালী। সেখানে যে যাবার নয়।

পূর্ণ। কেন?

কালী। বিপিন হাঁসপাতালে আছে।

পূর্ণ। স্বামীর কাছে যেতে কোথায় বাধা?

কালী। সে তোমাদের এখনকার মত, লেখা পড়া শিখার মত, আমি বেঁচে থাক্‌তে নয়।

পূর্ণ। বাবা, পূর্ণকেশী এক দিনের তরেও তোমার অবাধ্য নয়, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি মত কর?

কালী। আমি দেখে আস্‌বো, আমি এখনি যাবার উদ্‌যোগ কর্‌ছি।

[প্রস্থান।

পূর্ণ। আমি বাঁচলে ত খবর শুন্‌বো।

মায়া। কালই ত ফিরে আস্‌বেন।

পূর্ণ। এখন আমার কাল কত যুগে হবে। (রোদন)

মায়া। আরত উপায় নাই, কেঁদোনা, অত কাঁদ্‌লে কি হবে?

পূর্ণ। আমার কান্না দেখ্‌লে তোমার প্রাণ কাঁদে দীদী? তা কি কর্‌বে বল, এখন কাঁদি, একটু সহ্য কর? কিন্তু দেখো দীদী, জন্মের মত যেন কাঁদ্‌তে হয় না, তা হলে তোমার সহ্য হবে না।

মালী। তোমরা দুজনেই যে কাঁদ্‌তে বস্‌লে?

পূর্ণ। তুমিও না হয় একটু কাঁদো। স্বামীর সঙ্গে যে আমোদ করে এসেছো। দীদী, তবে আর কার জন্যে এ বেশ, তোমার কথায় করেছিলেম এখন তুমিই খুলে দাও?

মায়া। উচিত শাস্তিই বটে।

পূর্ণ। তখন বারণ করেছিলে, এখন ত আর বারণ কর‍্লে না, তবে আমিই খুলি ? (অলঙ্কার মোচনে উদ্যত।)

মায়া। (নিবারণ করিয়া) খুল না, অমন্ কর‍্তে নাই, স্বামীর অসুখ হলে স্ত্রীকে আরো ভালকরে বেশ ভূষা কর‍্তে হয়, এই আমাদের ধর্ম্ম।

পূর্ণ। এ ত ধর্ম্ম নয়, আমাদের গায়ের জোর।

মায়া। না লো, এয়োত্বের চিহ্ন তখনই মঙ্গলের।

পূর্ণ। বাবা দেখে গেলেন সে সব চিহ্ন ত আর নাই। দীদী যথার্থই কি আমার সিন্দূর কালীবর্ণ হয়েছে ?

মায়া। ও কথা স্নেহবান্ পিতার। আমার চোকে তোমার সিন্দূর যেন তোমার চির সধবার চিহ্ন, কপাল আলো করে রয়েছে, ও যেন বিপিনের এক শ বচ্ছর পরমায়ু তোমার কপালে বিধাতা লিখে দিয়েছেন।

পূর্ণ। (অঞ্চলে সিন্দূরের দাগ লইয়া) না, দীদী, এ ত সিন্দূর নয়, আমার কপাল ফেটেছে, ফেটে রক্ত পড়েছে, তারই দাগ।

মায়া। না, বোন্, ঘামে ভিজেছে। তোমার এ সিন্দূর ক্ষয় হবার নয়।

পূর্ণ। দীদী, তোমার আশীর্ব্বাদ সফল হোক্ ?

মায়া। সৌভাগ্যবতীর সিন্দুরের পয়ই এমনি।

পূর্ণ। দীদী, বুকের ভিতরটা যে কি কর‍্ছে তা তোমাকে কি বল‍্বো ? যদি দেখাবার হত, যদি আমার বুক কাঁচ দিয়ে ঢাকা হত, তা হলে দেখ‍্তে যে সকলই পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

মায়া। আমি কি জান‍্তে পার‍্ছি না ভাই ?

পূর্ণ। নারীকুলে যে বড় দুর্ভাগা তারই স্বামী বিদেশে থাকে।

মায়া। কল‍্কাতা আবার আমাদের বিদেশ কি ?

পূর্ণ। এক শ যোজনের পথ. মধ্যে সমুদ্র আর হিমালয় পর্ব্বত।

মায়া। স্বামীর ব্যায়ারামের সময় তাই বটে।

কালীকমলের প্রবেশ।

কালী। মা! ভগবান্ যেমন জীবকে বিপদে ফেলেন, তেম‍্নি

সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধারের উপায়ও করে দেন। তোমারই সৌভাগ্যের জোরে বল্‌তে হবে, এখনি একজন গণৎকার হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। ভগবান্ যেন তোমার মঙ্গলের জন্যেই তাঁকে এখানে পাঠিয়েছিলেন।

মায়া। তা কি হল? তিনি কি বল্‌লেন?

কালী। আমি এ কথা গণনা করালেম, তিনি যা যা বল্‌লেন সকলই ঠিক্ মিল্‌লো। তিনি বল্‌লেন পূর্ণকেশীর পনেরো বৎসর বয়সে একটা শক্ত ফাঁড়া আছে। আমি সুধালেম কি ফাঁড়া। তা তিনি বল্‌লেন তাঁর স্বামীর পীড়া। তাতেই তাঁর প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস হল।

মালি। হাঁগো, তিনি ত বল্‌লেন বিপিন ভাল হবে?

কালী। তিনি অনেক গণনা করে বল্‌লেন যে পূর্ণকেশীর অদৃষ্টে পুত্রবতীর লিপি লেখা আছে।

মায়া। তবে ত বিপিনকে ভাল হতেই হবে।

কালী। তার উপায়ও তিনি বল্‌লেন যে পূর্ণকেশী বাবা অনাথ-নাথের কাছে হত্যা দিলে বিপিন ভাল হবে।

পূর্ণ। (স্বগত) ইস্! আবার অনাথনাথ!

মায়া। তিনি বলেছেন ত বাবার প্রত্যাদেশ হবে?

কালী। তা বলেছেন বই কি। তা যা ভাল হয় তাই তোমরা কর আমি কল্‌কাতায় যাত্রা করি। আমার মনটা বড়ই উদ্বিগ্ন হয়েছে। আহা, পূর্ণকেশীই আমার সর্ব্বস্ব!

[প্রস্থান।

পূর্ণ। দীদী, তুমি কি বল?

মায়া। এ হতে ভাল উপায় আর কি আছে। যখন গণৎকার ঠাকুর বলেছেন তাতে আবার সন্দেহ কি।

মালি। পূর্ণ, তুমি যেমন দীদী বই জান না, দীদীও তোমাকে তেম্‌নি ভাল বাসেন, তেমনি সুপরামর্শ দেন।

পূর্ণ। কিন্তু দীদী, আমার গা কাঁপ্‌ছে! আবার অনাথপুরে যাব?

মায়া। প্রাণের দায়ে বাবার কাছে হত্যা দিবে, বাবাই রক্ষা কর্‌বেন। বাবা বই আমাদের মত দুঃখিনীদের আর কে আছে ভাই?

মালি। তা বই কি, অমন দয়ার ঠাকুর কি আর হয়! আর যে সদাশিব মোহন্ত, সাক্ষ্যাৎ অনাথনাথ বল্‌লেই হয়।

মায়া। লোকে ত তাই বলে যে অনাথনাথ সেই মোহন্ত।

মালি। তাঁর যদি একবার দয়া হয় তবে স্বোয়ামীর ও ভাব্‌না নাই, ছেলের ও ভাব্‌না নাই। আধ্ বুড়ি গুল যাচ্ছে আর অম্‌নি ছেলের মা হচ্ছে।

পূর্ণ। তোমরা যা বল্‌বে তাই কর্‌বো।

মায়া। বাবা কল্‌কাতা যাচ্ছেন যান্, তুমিও স্নান করে মালিবউকে সঙ্গে লয়ে বাবার দ্বোরে পড়্‌গে।

পূর্ণ। তবে তাই করি।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অনাথপুর। অনাথনাথের মন্দিরের বারান্দা।

পূর্ণকেশী শয়িত, পার্শ্বে মালিবউ আসীন।

(নেপথ্যে তৃতীয় প্রহরের ডঙ্কা।)

একজন পরিচারকের প্রবেশ।

পরি। বাবা অনাথনাথের দ্বোরে যাঁরা হত্যা দিয়েছো, সকলে শুন। আজ্ রাত্রি প্রভাত হলে, যাঁদের তেরাত্রি হত্যা দেওয়া পূর্ণ

হবে, তাঁদের প্রতি যদি রাত্রের মধ্যে বাবার প্রত্যাদেশ না হয়, তবে তাঁরা আর কাল্ এ মন্দিরে থাক্‌তে পাবেন না, তাঁদের কাল্ প্রাতেই উঠ্‌তে হবে।

[প্রস্থান।

পূর্ণ। হা নাথ! হা দয়াময়! আমার প্রতি কি তোমার দয়া হল না! আমার প্রতি কি তুমি মুখ তুলে চাইলে না! দুঃখিনীকে কি জন্মের মত দুঃখের সাগরে ভাসালে! নিতান্তই কি আমাকে অনাথা করলে! বাবা, আমার মত কত দুঃখিনী তোমার দ্বোরে এসে পড়্‌ছে, আর তোমার দয়ালাভ করে মনের সুখে চলে যাচ্ছে! এ হতভাগিনীকে কি তোমার দ্বোর হতে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে উঠে যেতে হবে! বাবা, তুমি ত দুঃখীর দেবতা, কাঙ্গালের মা বাপ, অনাথার প্রতিই ত তোমার যত দয়া, তা এ দুঃখিনীকে বিমুখ হয়ে বিদায় করে দিলে তোমার তেমন দয়াময় নামে যে কলঙ্ক হবে! বাবা, তেরাত্রি অনাহারে অনিদ্রায় তোমার দ্বোরে পড়ে থাক্‌লেম, অনবরত চোকের জল ফেল্‌লেম, বুক দিয়ে তোমার পাথরের মেজে বিদীর্ণ কর্‌লেম, মাথা খুঁড়ে রক্ত বার্ কর্‌লেম, তবু কি তোমার দয়া হল না! তুমি এমন দয়াময় হয়ে আমারই উপর নিদয় হলে! দুঃখিনীকে নিতান্তই চরণে ঠেল্‌লে! অবলাকে সমুদ্রে ভাসালে!——(রোদন।)

মালি। চুপকর, যতক্ষণ রাত আছে ততক্ষণ আশাও আছে। আজ মোহন্ত ঠাকুর এলে বাবাকে ভাল্ করে বল্‌তে বল্‌বো।

পূর্ণ। মালিবউ! পোড়া কপালির কপাল বুঝি পুড়েছে! তা না হলে এমন্ দয়াময় ঠাকুর এখনো আমাকে স্বপন দিলেন না! এখনো আমার প্রতি দয়া কর্‌লেন না! আমার বুক ফেটে যাচ্ছে! (রোদন।)

(নেপথ্যে হুঁকার শব্দ।)

মালি। চুপকর, ঐ শুন বাবা তামাক খাচ্ছেন।

পূর্ণ। এ শব্দ ত আর এক দিনও হয় নি।

মালি। বেম্ভাণ্ডের ঠাকুর, কোন্ দিন কোথায় থাকেন।

পূর্ণ। তবে ত বাবা আজ্ এ মন্দিরে এসেছেন,। দোহাই বাবা, রক্ষা কর!

মালি। সাক্ষাৎ দেব্তা গো, এমন কি আর হয়! আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠছে!

পূর্ণ। (মাথা খুঁড়িয়া) ঠাকুর, আমায় রক্ষা কর, আমার আর কেউ নাই, আমি——

মোহন্তের প্রবেশ।

মোহ। এ সময় কে অমন করে কথা কয়? কে অমন করে বাবার নিদ্রা ভঙ্গ কর্ছে?

মালি। বাবা, আমাদের দোষ ক্ষমা কর, আমরা জানি না।

মোহ। তোরা কে?

মালি। বাবা, এই মেয়েটী তিন দিন বাবার দোরে পড়ে আছে, আজ্কের রাত পোহালেই উঠিয়ে দেবে, কেঁদে খুন হল, তা বাবা, তুমি যদি দয়া করে একটী বার এ অবলার জন্যে তোমার অনাথনাথকে বল?

পূর্ণ। মোহন্ত ঠাকুর, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় রক্ষা কর।

মোহ। ভাল, ভাল, তোর জন্যে অনাথনাথকে বল্‌ছি; তোর নাম কি?

মালি। পূর্ণকেশী।

[মোহন্তের প্রস্থান।

মায়া। দেখি, আজ্ কপালে কি আছে! (নীরব।)

নেপথ্যে, মোহ। অনাথনাথ তোমার এ কি বিচার? এমন করে জীবকে দুঃখ দিলে কে আর অনাথপুরে আস্‌বে? কে আর এ মন্দিরে হত্যা দিবে? কে আর তোমাকে বিপদে দয়াময় বলে ডাক্‌বে?

মালি। শুন পূর্ণকেশী, মোহন্ত বাবাকে বক্‌ছেন। দেখ্‌ছো মোহন্তের কত জোর।

পূর্ণ। তাইত ঠাকুরের সঙ্গে এমন করে কথা কচ্ছেন!

মালি। ঠাকুর আর কে!

নেপথ্যে। বেচারাম। (উচ্চ হাস্য)

নেপথ্যে। মোহ। হেঁসে উড়িয়ে দিলে হবে না, তুমি আশুতোষ তুমি ভোলানাথ, কিন্তু তুমি সকলই জান।

নেপথ্যে। বেচা। ভোগপূর্ণ হলে তবে ত দয়া।

নেপথ্যে। মোহ। তা বলে মানুষে অনাহারে ক দিন বাঁচে? যদি হত্যা দিয়ে কারু মরণ হয় তবে আর তোমার কাছে কে আস্‌বে?

পূর্ণ। ঠাকুরকে অমন্ করে বক্‌ছেন!

মালি। যে ঠাকুর সেই মোহন্ত!

নেপথ্যে। বেচা। তা এখন কি কর্‌তে হবে বল?

নেপথ্যে। মোহ। এই যে একটা পূর্ণকেশী বলে স্ত্রীলোক তার স্বামীর আরোগ্যের জন্যে হত্যা দিয়ে পড়ে আছে, তার প্রতি দয়া না কর্‌লে সে আর কতক্ষণ বাঁচবে?

নেপথ্যে। বেচা। ওর প্রতি আমার দয়া আছে, আমিই ত গণৎকার হয়ে ওকে হত্যা দিতে বলে এসেছিলেম।

নেপথ্যে। মোহ। তোমার লীলা তুমিই জান।

মালি। শুন্‌লে?

পূর্ণ। আমার গা কেঁপে উঠ্‌ছে, এ দুঃখিনীর বাড়ীতে বাবা অনাথনাথ আপ্‌নি গিয়েছিলেন!

মালি। আহা, হেলায় হারিয়েছি! তোমার বাবাই পুণ্যবান্।

(নেপথ্যে বাদ্যের শব্দ।)

এইবার বুঝি বাবার কাছে স্বর্গ হতে বিদ্যাধরীরা নাচ্‌তে গাইতে এলো।

পূর্ণ। তাই ত কি আশ্চর্য্য!

(নেপথ্যে সংগীত।)

রাগিণী বেহাগ। তাল জলদ্ তেতালা।

পূজা কর হে গ্রহণ।
আসা সুরপুর হতে পুরাও আকিঞ্চন ॥
মন্দাকিনী পূত বারি, এনেছি মস্তকে ধরি,
আনিয়াছি পারিজাত নন্দন ভূষণ ॥
নৃত্যগীত বাদ্য আদি, তুমি সকলের আদি,
সদানন্দ থাক সদা সংগীত মগন।
অসীম দয়ার গুণে, বেঁধেছো অবলা গণে,
দাসীদের মনোবাঞ্ছা কর হে পূরণ ॥

পূর্ণ। কি মধুর গান! কি মিষ্টি গলা!

মালি। আমাদেরও কি ভাগ্যি! এমন গান ও শুন্‌তে পেলেম্!

নেপথ্যে। বেচা। বৎসে পূর্ণকেশী! তুমি একবার আমার অনাথপুরে এসে বিপদে পড়েছিলে, মনে মনে তোমার আমার উপর অভক্তি হয়েছিল, এখানে আর আস্‌বে না বলেছিলে, সেই জন্যে তোমার এই বিপদ।

পূর্ণ। দোহাই বাবা, আমার ঘাট্ হয়েছে।

নেপথ্যে। বেচা। আমি ভোলানাথ, স্ত্রীলোকের সে সকল বিপদ ঘটিয়ে দেওয়া আমার লীলা খেলা। তা যা হোক্, তোমার উপর আমার দয়া আছে। আর আমি তোমার কঠোর হত্যায় সন্তুষ্ট হয়ে বর দিচ্ছি। এখনি উঠে গিয়ে আমার পুরীর দক্ষিণে জঙ্গলা পুকুরে স্নান করগে। তার পর সূর্য্যোদয় হলে মন্দিরে এসে এক অহোরাত্র অবস্থান করে আমার স্বরূপ আমার মোহন্তের আদেশ মত কাজ কর্‌বে, তা হলে তোমার স্বামী আরোগ্য হবে।

পূর্ণ। দয়াময়! কৃতার্থ হলেম। (প্রণাম) মালীবউ, তবে চল?
মালি। চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

মোহন্ত ও বেচারামের প্রবেশ।

বেচা। (উচ্চ হাস্য) কেমন বাবা, সকল দিক্ রক্ষা হল ত?
মোহ। তুই বাবা ওস্তাদ্ লোক, তুইই আমার অনাথনাথ।
বেচা। আর দামিনীর বাপেরও সাধ্য নাই।
মোহ। সে ত এখন রংমহলে বন্দিনী, পিঞ্জরের পাখি।
বেচা। যদি সুখভোগের আশা থাকে শিকলি কেটে খাঁচা ভেঙ্গে উড়িয়ে দাও।
মোহ। যাহোক্ এ রাত্রে স্নান করালে কেন?
বেচা। পাকা মোহন্ত হতে এখনো তোমার অনেক বাকি।
মোহ। তবে চল, এখন শ্রান্তি দূর করা যাক্‌গে।
বেচা। ব্রাণ্ডি খেয়ে ত?
মোহ। ছাই মেখে আর থাকা যায় না।

[উভয়ের প্রস্থান।

দামিনী ও শশির প্রবেশ।

দামি। (উচ্চৈঃস্বরে) পূর্ণকেশী! পূর্ণকেশী! পূর্ণকেশী বলে কেউ এখানে হত্যা দিয়েছো?
শশি। তুমি ও যেমন, আর কি তারা এখানে আছে, তেরাত্রি শেষ হয়।
দামি। তবে বুঝি প্রত্যাদেশ হয়েছে।
শশি। সতীর সর্ব্বনাশ হয়েছে কি না তাই বা কে বল্‌তে পারে।
দামি। পূর্ণকেশীর জন্যে এত কাণ্ড হচ্ছে।
শশি। বন্দিনী হয়েও কি জান্‌তে পারো নি? যেখানে সতীত্বের আঁটাআঁটি সেইখানেই তোমার মোহন্তের প্রাণ পর্য্যন্ত পণ।

দামি। আমার মোহন্ত আর বলিস্ নি?

শশি। নগেন্ আমার সোনার চাঁদ।

দামি। দামিনী আর কারু নয়। যা হোক্ সকলই বৃথায় হল। এত করে বেরুলেম, এত কৌশল কর্‌লেম, কিছুতেই কিছু হল না।

শশি। পূর্ণকেশীর অদৃষ্ট, তোমার অপরাধ কি।

দামি। এখনো ক্ষান্ত হব না, এখনো যদি সময় থাকে, এখনো যদি সতীর ধর্ম্ম রক্ষা হয়।

শশি। তবে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অনাথপুর। অনাথনাথের মন্দিরের দ্বারদেশ।

দুই জন সন্ন্যাসী আসীন।

রাগিণী আসা-ভৈরবী। তাল ঠুংরি।

বম্ হর হর শিব, ভীম মহাদেব, ফণীভূষিত জটাধারী।
ভ্রমণ শশ্মান'পর, ভস্ম মাখা কলেবর, যজ্ঞেশ্বর যোগাচারী॥
কে জানে তোমার তত্ত্ব, বিশ্বনাথ নাম,
বিশ্ব বিনাশন কারী।
রুদ্র রূপে কভু, কাঁপাও ভুবন তিন,
মোহন মুরতি কভু উমা মনোহারী॥
শোভে শূল করে, আর পিনাক হে, সঙ্গে ভূত প্রেত তোমার।
মঙ্গলদাতা, বিধাতৃ-পিতা তুমি, সকল মঙ্গলের আধার॥

প্রথ। শীঘ্র যে একটা মহা অনিষ্ট ঘট্‌বে তার আর সন্দেহ নাই। কাল্ যখন রাত্রী তৃতীয় প্রহর, আমি এই দ্বারে বসে কায়মোনচিত্তে মোহন্তের এই সকল অত্যাচারের কথা বাবার শ্রীচরণে নিবেদন কর্‌ছি, হঠাৎ এই দ্বার খুলে গেল, দেখ্‌লেম মন্দির একেবারে জ্যোতির্ম্ময়, বাবার রুদ্র মূর্ত্তি, সময়ে সময়ে ললাটদেশ হতে যে

অগ্নিশিখা নির্গত হয়ে পৃথিবীর ভার হরণ করে, সেই ভয়ানক অগ্নি নির্গত হচ্ছে। ক্ষণমাত্র পরেই আবার সকলই পূর্ব্ববৎ হল।

দ্বিতী। বাবা, তুমিই সত্য!

প্রথ। যেখানে অনাদি লিঙ্গ, তার চতুঃপার্শ্ব চার ক্রোশ পর্য্যন্ত কাশী তুল্য স্থান, তা দূরে থাকুক মন্দিরের ভিতরেই কি দুষ্কর্ম্ম না হচ্ছে।

দ্বিতী। তীর্থটা একেবারে নষ্ট হয়েছে, আর কিছুই নাই, কেবল বাবা অনাথনাথই সত্য। আমাদের হতে এর প্রতীকারের ত কোন উপায় হবে না, আমাদের এ স্থান ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।

রমানাথের প্রবেশ।

রমা। প্রণাম!

দ্বিতী। এ রাজ্যে কেবল এই এক ব্যক্তি ধর্ম্মপরায়ণ আছেন।

প্রথ। সে অবলার অদৃষ্টে শেষে কি ঘট্‌লো?

রমা। যা হবার তাই হয়েছে, সর্ব্বনাশ হয়েছে।

প্রথ। (দ্বিতীয়ের প্রতি) কেমন, আমি সর্ব্বাগ্রে যখন সে অবলাকে পথে দেখি তখনই বলেছিলেম যে অনাথপুরে এঁর অদৃষ্টে অনেক দুঃখ আছে।

দ্বিতী। রূপবতী স্ত্রীর পক্ষে এ তীর্থ যথার্থই ভয়ানক স্থান হয়ে উঠেছে। শেষে কি হলো?

প্রথ। আর সে অপবিত্র কথায় কাজ নাই।

রমা। তাঁর পিতাই তাঁর সর্ব্বনাশ করেছে, হাজার টাকা লয়ে কন্যার সতীত্ব বিক্রয় করেছে।

প্রথ। কি! এমন মহাপাতকী মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করে! আপ্‌-নার কন্যার প্রতি এই ব্যবহার!

রমা। পূর্ণকেশী পতিপ্রাণা সতী।

দ্বিতী। তাঁর হত্যা দেওয়াই ত তার প্রমাণ।

রমা। শুন্‌লেম তাঁর বাপের আর জ্যেষ্ঠ ভগ্নির উত্তেজনায় তিনি

কোন মতেই স্বীকার করেন নাই। শেষে তাঁকে জোর করে মদ খাইয়ে দেয়, তারপর তাঁর সতীত্ব—

দ্বিতী। ওহঃ! কি দুরাচার! এমন পবিত্র তীর্থের ভারও এমন নরাধম পিশাচের প্রতি অর্পিত হয়!

প্রথ। মোহন্তকুলের কলঙ্ক! লক্ষপতি, দশলক্ষপতি, কার্ না পরিজনেরা এ তীর্থে আস্‌ছেন, অনাথা স্ত্রীলোকের প্রতি বাবা অনাথনাথের যে দয়া তাতে বিপদে পড়্‌লে কে না বাবার দ্বারস্থ হয়! যদি মোহন্ত, যে রক্ষক, তারই এই দশা হল, তবে আর এ তীর্থে কে আস্‌বে? বাবা যে এ সকল এখনো সহ্য কর্‌ছেন এই আশ্চর্য্য!

দ্বিতী। উনি ভোলানাথ, ওঁর লীলা কে বুঝতে পারে!

প্রথ। একেবারেই ডুবিয়ে দেবেন!

রমা। মহাশয়, আপ্‌নারা উদাসীন, সঙ্সারের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই, কিন্তু পূর্ণকেশী যখন পরদিন প্রাতে বাড়ী ফিরে যান্, তখন যদি তাঁকে দেখ্‌তেন তা হলে আপ্‌নাদের হৃদয়ও বিদীর্ণ হত। পতিপ্রাণা সতী স্বামীর আরোগ্যের জন্যে হত্যা দিতে এসেছিল, সেই স্বামীর সর্ব্বস্ব ধন তাঁর সতীত্ব, সেই ধনে এইরূপে বঞ্চিত হয়ে নৈরাশ, শোক আর লজ্জায় যে স্বগর্ব্বিত মলিন মুখে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে পথে যাচ্ছেন, দেখ্‌লে পাষাণও বিদীর্ণ হয়।

প্রথ। হায়, হায়! অকারণে অবলার সতীত্ব নষ্ট হয়েছে!

দ্বিতী। ওহঃ! এ ধর্ম্মমন্দির! তীর্থস্থান! স্বয়ং কৈলাসনাথ মহাদেব বিরাজিত! কোন ভয় নাই! একেবারে দুষ্কর্ম্মের স্রোতঃ প্রবাহিত! অবলা স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম রক্ষার আর কোন উপায় নাই! সুরার এত প্রাদুর্ভাব! পাপের পরিসীমা নাই! ছি, ছি, ছি!

রমা। বলেন কি মহাশয়, মহাদেবের শ্রীচরণ-প্রদত্ত স্বর্ণ বিল্বপত্রে বারাঙ্গনার মেখলা পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হয়েছে! শ্রীমূর্ত্তি অঙ্কিত স্বর্ণ পট্টে ইংরেজী আহারের বাসন পর্য্যন্ত প্রস্তুত হয়েছে! বাবার

গলদেশ শোভিত রত্নমালা বারাঙ্গনার গলে উঠেছে! এ কি আর সহ্য হয়! মন্দির বেশ্যায় পরিপূর্ণ, অশ্লীল আলাপনে সর্ব্বদাই আন্দোলিত, চতুর্দ্দিগে কেবল কুদৃশ্যই নয়নগোচর হচ্ছে!

প্রথ। আমাদের এ স্থান ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য, আমরা ক্ষুদ্র জীব, কীটানুকীট, আমাদের আর সহ্য হয় না। বিশেষে কঠিন রাজশাসনে কোন্ দিন কোন্ বিপদে পড়ে অকারণে ধর্ম্মচ্যুত হতে হবে তা কে বল্‌তে পারে!

(নেপথ্যে ডঙ্কার শব্দ।)

দ্বিতী। এইবার বুঝি আস্‌ছেন।

প্রথ। চল, আমরাও প্রস্থান করি।

[উভয়ের প্রস্থান।

মোহন্ত, বেচারাম, পশ্চাতে প্রতিহারীর প্রবেশ।

মোহ। (প্রণাম ও উপবেশন।) রমানাথ! যাত্রীদের তত্ত্ব করগে?

[রমানাথের প্রস্থান।

প্রতিহারী! শয়নবেশ দেখ্‌বার লালযাত্রীদের লয়ে এসো? আর মেয়েযাত্রী, যারা আমার চরণ পূজা কর্‌বে, তাদের রংমহলে যেতে বল?

প্রতি। যে আজ্ঞা মহারাজ!

[প্রস্থান।

মোহ। দেখ, বেচারাম, লালযাত্রী আমার বড় প্রিয়।

বেচা। মহাদেবের কণ্ঠভূষণ অমৃত যাঁরা সঞ্চয় করে দেন তাঁরা আবার প্রিয় নন, তবে আর প্রিয় কে?

মোহ। এখন মোহিনী পূর্ণকেশী স্বর্ণপাত্রে সে অমৃত আমার মুখে তুলে দিলেই সুখের শেষ হয়।

বেচা। পূর্ব্বজন্মের কথা যখনই তাঁর স্মরণ হবে তখনই তিনি মহা-

দেবকে অমৃত পান করাবেন। যখন অর্দ্ধাঙ্গিণী হয়ে অনাথপুরের মোহন্তাই গদির বাম দিকে বসেছেন, তখনই ত পাত্র হাতে লয়েছেন, কেবল ঢাল্‌লেই হয়।

মোহ। সকলই তোমার কৌশলে। দেবী আমার দাদুনে মহলের আম্‌দানী বটে, কিন্তু তুমিই আমার এ সুখের বিধাতাপুরুষ। এই স্ত্রীই পুরুষের সৌভাগ্য, আমার মোহন্তগিরী সার্থক, আর আমার জন্মও সার্থক!

বেচা। যাহোক্ দামিনী জলে ভাস্‌লো।

মোহ। কেন, নগেনের সংবাদ কি শুন্‌লে?

বেচা। নগেন্ রত্নমালা বলে মেছোবাজারের আর এক রাজ৺ছার জালে জড়িত হয়েছেন। নগেন্ বালক, নবীন ব্রতী মাত্র, সে স্বভাবের গতি কে রোধ কর্‌তে পারে?

মোহ। ছি, ছি, এমন কাজও করে! দামিনীর অপরাধ কি!

বেচা। কীটের স্বভাবই জ্বলন্ত দীপে পড়া, তা একটি নির্ব্বাণ করে আর একটি জ্বেলে দাও তাতেই পড়্‌বে, দীপের বিচার ত কর্‌বে না।

মোহ। প্রবল আশায় নৈরাশ হওয়া বড়ই কঠিন, দামিনী কি করে বলা যায় না। যা হোক্, ইচ্ছা করে জলে ঝাঁপ দিলে কে কি কর্‌তে পারে?

বেচা। অদৃষ্টের গতি কে নিবারণ কর্‌বে? এখন এই মদনপোড়া বোকারাম সন্ন্যাসী দুটো বিদায় হলেই অনাথনাথের মন্দির নিষ্কণ্টক হয়।

মোহ। যথার্থই বলেছ।

বেচা। তা হলেই রাজ্যে আর শত্রু নাই, অনাথপুরে স্বর্গের সুখ বিরাজ কর্‌বে, বাবার নামে হাজার মজা চল্‌বে।

মোহ। এখন বাবার ধামে সকলেই যুগলরূপ।

বেচা। যখন আরাধ্য দেবতারই যুগল মূর্ত্তি, তখন ভক্তবৃন্দের যুগল রূপই ত শ্রেয়ঃ।

প্রতিহারীর প্রবেশ।

মোহ। কি রে? কি সংবাদ?

প্রতী। আজ্‌কের আম্‌দানী বাছাই হল।

বেচা। মহারাজের যোগ্য কিছু দেখ্‌লে?

প্রতী। একটী মাত্র।

মোহ। কেমন? কোথাকার আম্‌দানী?

প্রতী। কল্‌কাতার; আর যতদূর হতে হয়।

মোহ। বেচারাম, বলে কি!

বেচা। ভাল, আমি এখনি দেখ্‌ছি।

মোহ। হাঁ বাবা, তোর চোক্ না হলে মহাদেবের তৃপ্তি হয় না।

প্রতী। কিন্তু বড় কঠিন কাজ, সঙ্গে অনেক লোকজন, বড়মানুষের বাড়ীর।

মোহ। (উচ্চ হাস্য)

বেচা। তবেই তুমি এ সংসারে কর্ম্ম করে যশঃ পেয়েছো। আরে বোকা, মোহন্ত মহারাজের রাজ্যে আবার বড়মানুষ কি? এ রাজ্যে আইন আদালত চলে না তা কি এখনো বোধ হয় নাই? এ যে আমাদের মগের মুলুক।

মোহ। যাত্রীর কামনা কি? হত্যা দেওয়া না ছেলে হবার ঔষধ খাওয়া?

প্রতী। তা নয়, কেবল মানতের পূজা দেওয়া।

মোহ। কেবল টাকার আম্‌দানী।

বেচা। তবে লুট।

মোহ। তার আর কথা আছে। কোথায় বাসা করেছে?

প্রতী। রামা মুদীর পাকা দালানে।

মোহ। রামাকে বল্‌গে মহারাজের হুকুম। বুঝ্‌লি ত?

প্রতী। যে আজ্ঞা!

[প্রস্থান।]

বেচা। এখন পেট পুরে লুটে পুটে খান্। যাত্রী আস্‌ছে!

মোহ। বম্, বম্, বম্, বম্, হর, হর, হর, হর, হর, বাবা অনাথনাথ! হর, হর, ইত্যাদি।

তিন জন লালযাত্রীর প্রবেশ।

(সকলের প্রণাম।)

মোহ। জীতা রও বেটা! মহাদেবের জন্তে কি এনেছো?

যাত্রী১। দুটী বোতল স্যাম্পেন্।

মোহ। দ্রাক্ষারস, ভাল, ভাল! মহাদেব দ্রাক্ষারস বড় ভাল বাসেন। তুমি কি এনেছো?

যাত্রী২। দুটী বোতল পোর্ট।

মোহ। উত্তম, উত্তম! পোর্ট দেবীদের বড় প্রিয় সামগ্রী! তুমি কি এনেছো?

যাত্রী৩। দেব, আমি বড় দুঃখী, আমি কেবল একটী বোতল ব্রাণ্ডি এনেছি।

মোহ। বেশ, বেশ! ব্রাণ্ডি সে কালের হলাহল, মহাদেরের কণ্ঠের ভূষণ। সব বাবার সম্মুখে দাও? (অনাথনাথের দ্বারে বোতল প্রদান।)

যাত্রী৩। বাবা অনাথনাথ, আশুতোষ! পূর্ব্বকালের বামণগুলো পুঁথিতে লিখেছিল মদ অপবিত্র, খেতে নাই। সেই হবিষ্যি-মারা কলা-পোড়া-খেকো বর্ব্বরদের কলমের জোরে দেশটা ছারখার্ হয়েছে। আমরা কত যাতনাই পেয়েছি। তা বাবা, তুমি আমাদের সে ভয় দূর কর্‌লে, মদের অপবিত্রতা তুমিই ঘুচিয়ে দিলে। এখন আমরা নির্ভয়ে ঠাকুরদেবতাকে মদের পূজা দেবো, নির্ব্বিঘ্নে প্রসাদ পেয়ে আনন্দ করে বেড়াবো। দেব, কলির জীবকে এত দিনে তুমিই উদ্ধার কর্‌লে! ধন্তুমি কলির অবতার! (প্রণাম)

মোহ। এখন নয়নভোরে শয়ন-আরতি দর্শন কর ? (আরতি) বম্, বম্, বাবা অনাথেশ্বর, বম্, বম্, হর, হর, হর !

সকলে। বম্, বম্, বাবা অনাথেশ্বর, বম্, বম্, ভোলানাথ, আশুতোষ, বম্, বম্, হর, হর, হর ! (প্রণাম।)

মোহ। বাবা, দাসও আজ্‌কের মত বিদায়।

[সকলের প্রস্থান।

দামিনী ও শশিমালার প্রবেশ।

দামি। শশি, তবে আয়, আমরাও বাবার চরণে প্রণাম করে বিদায় হই ? (উভয়ের প্রণাম।) বাবা অনাথনাথ, আমার সকল অপরাধ ক্ষমা কর ? আমি সামান্য বেশ্যা, তোমার ধর্ম্মমন্দিরে অনেক পাপ করেছি, কিন্তু নাথ, তুমি অন্তর্যামী, আমার পাপ অন্তরের কিছুই তোমার কাছে গোপন নাই, তুমি দয়াময়, তোমার দয়ার গুণে, তুমি আমাকে ক্ষমা কর ?

শশি। তবে কি সত্যি সত্যিই অনাথপুর অন্ধকার হবে ?

দামি। তোর মুখে আবার এ কথা কেন ? আর কি জন্যে থাক্‌বো ? সতীকুলের রোদন শুন্‌তে অনাথপুরে থাক্‌বো ?

শশি। সতীর রোদনই ত অনাথপুরে থাক্‌বার কারণ।

দামি। এখন আবার সতীর রোদনই বিদায়ের কারণ হল।

শশি। অনাথপুরে কোন্ দিন না সতীর কান্না শুনা যায় ?

দামি। পূর্ণকেশীর কান্নায় বুক ফেটে যায় ! সে রোদন সহ্য হবার নয়।

শশি। বাবা অনাথনাথের দোরে এসে অনেকেই ত কাঁদে, বাবা তাঁদের কান্নাও শুনেন্ দয়াও করেন্, কিন্তু অবলা সতীত্ব হারিয়ে অকূল পাথারে যে কান্না কাঁদে, সে কান্না ত বাবা শুনেন্ না ?

দামি। বাবার কথা বাবাই জানেন্।

শশি। উনি নাকি পাষাণের ঠাকুর আর অনাদি, তাই যা হোক্, তা না হলে এত দিন কেটে যেতেন। সতীকুলের চোকের জলের স্রোতে ওঁকে কোন্ কালে ভেসে যেতে হত।

দামি। শশি, এটা ও বেশ্ জানিস্, যে, যে মাটিতে সতীকুলের এমন চোকের জল পড়ে সে মাটি মরুভূমি হয়, সে দেশের আর মঙ্গল নাই।

শশি। এ জন্যেই ত জল হয় না, ধান ও হয় না, মোহন্তদের পাপেই দেশটা গেল।

দামি। সতীর চোকে যখন এত জল তখন মেঘে আর জল থাক্‌বে কেন?

শশি। তবে এখন চল?

দামি। বাবা, দামিনী জন্মের মত তোমার চরণে বিদায় হল। তোমার মোহন্ত দেবস্ব হরণ করে আমাকে অনেক ধন, অলঙ্কার, কত কি, দিয়েছে। কিন্তু পাপিয়সী তা গ্রাহ্য কর্‌বে না! এখনই তোমার চরণে ফিরে দিয়ে যেতেম, কিন্তু তাতে ফল নাই, আমার মত আর কোন্ অভাগিনীর হাতে পড়্‌বে। তা বাবা, তোমার যা কিছু আমার স্থানে আছে, আর আমার পূর্ব্বেকার সঞ্চিত সমুদয় আমি এই বলে তোমার সাক্ষাতে উৎসর্গ কর্‌লেম, যে যে কুলাঙ্গার অর্থের লোভে আপনার অবলা কন্যার সতীত্ব বিক্রয় কর্‌তে উদ্যত হবে, সেই ধনে তার সে ধন পিপাসা নিবৃত্ত হবে। বাবা, অধিনীও জন্মের মত এ বৃত্তি ত্যাগ কর্‌লে, আজ হতে দাসী শৈবধর্ম্ম প্রচারের জন্যে তোমার ভৈরবী হয়ে দেশে দেশে বেড়াবে। (প্রণাম)

শশি। ধন্য! ধন্য, তুমিই দেবী, তুমি ধন্য! কি সৌভাগ্য! কি সুখের শেষ দশা! বেশ্যার ধনের কি ফল!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মন্ত্রেশ্বর। পূর্ণকেশীর শয়নাগার।

মায়াবতী ও মালীবোয়ের প্রবেশ।

মালী। কই, ঘরে ত নাই।

মায়া। কোথায় একা বসে কাঁদ্‌ছে, তার আর কি কাজ!

মালী। তাইত মা, এমন মেয়ে ত কখন দেখি নি! যা হবার তা হয়েছে, আর ত ফিরবে না, এখন মিছে কেঁদে কেঁদে কেন আপ-নার দেহ মন নষ্ট করিস্‌?

মায়া। একবার বলে নয়, পাঁচ বার্ গিয়েছিস্। আমি ঔষধ বলে মদই খাইয়ে দিই, বাবা সাধ্যি সাধনাই করুন, মোহন্ত ভয়ই দেখান, বেচারাম জোর করে ধরেই লয়ে যাক্, ইচ্ছায় হোক্, অনিচ্ছায় হোক, পরের কথায় হোক্, গিয়েছিস্ ত।

মালী। তা বই কি, যেন কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তেই গিয়েছিস্।

মায়া। কান্না ওর স্বভাব।

মালী। নূতন নূতন এমনই হয়। এই পাপকর্ম্ম, তার পরেই, হায় আমি কি করলেম! আবার পাপ আবার তাই, ক্রমে পাপের স্রোত, পাপিয়সী, তার পর যেমন হতে হয়।

মায়া। পাছে এমন কাঁদুনে মেয়ে দেখে মোহন্ত চোটে যান্ তা হলেই ত বাবার ক্ষতি।

মালী। তা আর হতে হয় না! স্বতীত্ব ভাসিয়ে দিতে যে কাঁদে মোহ-ন্তের কাছে তারই বেশী দাম। যা হোক্ তোমার কাজ ত হয়েছে।

মায়া। বিপিনের বুকে ত এখনো আগুন জ্বলে নি।

মালী। সেও ত আমরাই জ্বালাবো।

মায়া। না স্বভাবের স্রোতে জ্বল্‌বে?

মালী। আর কিছু নাই কর, যা হবার তাইহবে।

মায়া। তবে মোহন্ত পূর্ণকেশীর মিলনে আমাকে বিন্দেদূতী থাক্‌তেই হবে।

মালী। আজ্‌ কি কিছুতেই যাবে না?

মায়া। কিছুতেই না, আজ ঔষধের গুণও ধর্‌লো না।

মালী। তবে আমি যাই, আর কি কর্‌বো।

মায়া। যা।

[মালীবোয়ের প্রস্থান।

(স্বগত) রাগ আর লোভের দাসী হয়ে আমি এ কাজ করেছি। বিপিন কে পাপের দণ্ড দিতে, আমার এ জ্বলনের শোধ দিতে, আমি এ পাপ করেছি। তা না হলে এমন বোন্‌কে কে এমন করে ভাসিয়ে দেয়! পোষা পাখীর গলে কে আপ্‌নার হাতে ছুরী দেয়! বিপিনের প্রণয় সাধে ত জলাঞ্জলি দিয়েছিলেম, এখন আবার সে সাধ যেন আমার মনকে পাগল করে তুল্‌ছে। তুল্‌বেই ত! আশার ত দশাই এই। ছাই চাপা আগুনের মত কোথায় বুকে পড়ে থাকে, সুযোগ পেলেই অম্‌নি জ্বলে উঠে। বিপিনের স্বভাব ফির্‌বেই ফির্‌বে। আমার আশা ফল্‌বেই ফল্‌বে। বিপিন আমার হবেই হবে। এখনো আস্‌ছে না কেন? দেখি,—

[প্রস্থান।

পূর্ণকেশীর প্রবেশ।

পূর্ণ। (আসীন ও স্বগত) উহঃ! কি ষড়যন্ত্রেই আমার সতীত্ব নষ্ট হয়েছে! (রোদন) মা! তুমি কোথায় রয়েছো মা! তোমার এত সাধের পূর্ণকেশীর কি দশা হল এক বার দেখ মা! মা! তুমি এমনও রাক্ষস পিতার হাতে আমাকে সমর্পণ করে গিয়েছিলে! বাপ্‌ হয়ে ধনের লোভে আপ্‌নার মেয়ের এই দশা করে! বাপ্‌ কি মেয়েকে জন্মদুঃখিনী কর্‌বার জন্যে প্রতিপালন করে! মেয়ের গলায় ছুরী দেবার জন্যে বাপ্‌ কি আহার দিয়ে মেয়েকে

বড় করে! বাবা, তোমার মনে যদি এই ছিল, তবে তুমি কেন আমার বিয়ে দিয়েছিলে! আজন্ম অবিবাহিতা রেখে কেন এ শত্রুতা সাধন কর্‌লে না! ধর্ম্মের পথে লয়ে গিয়ে আমার ধর্ম্ম নষ্ট কর্‌লে! আমার সার সতীত্ব ধর্ম্ম নষ্ট কর্‌লে! বড় দীদী, আমি তোমার কি অপরাধ করেছিলেম! আমি ত তোমাকে মার্ মত দেখি, আমি তোমাকে মার্ মত ভক্তি করি, তবে তুমিই বা এমন কাজ কেন কর্‌লে? অনুগতা সরলা ছোটবোন্‌কে কি এই রূপে নষ্ট কর্‌তে হয়! এম্‌নি করে কি প্রাণেরভগ্নীকে স্বামী সুখে বঞ্চিত কর্‌তে হয়! অতি বড় শত্রু যে, সেও ত এমন আগুণ কারু বুকে জ্বেলে দেয় না! হায়, হায়! এই কি তোমার ধর্ম্ম! এই কি তোমার আমার প্রতি স্নেহ মমতা! মায়ের পেটের ভগ্নীর প্রতি এই কি তোমার ভালবাসার পরিচয়! পতি মন-মোহিনী সতী, পতির স্বর্গের সুখ, তাকে তুমি বেশ্যার অধম কর্‌লে! হায়, হায়! আজ্ পর্য্যন্ত এমন অকারণে কোন সতীর এমন সর্ব্বনাশ হয়েছে? স্বামীর সর্ব্বস্ব ধন, কত আদরের কত যত্নের স্ত্রীর সতীত্ব, আমার মত কার্ নষ্ট হয়েছে? হায় হায়! যারা রক্ষা করবে তারাই নষ্ট কর্‌লে!

সংগীত।

রাগিণী পাহাড়িয়া ঝিঝিট। তাল, জলদ্ তেতালা।

বিষম অনল হায়! জ্বলিল অন্তরে রে।
দহিতে এ অভাগারে চিরদিন তরে রে॥
ছিলেম পতি সোহাগিণী, হলেম কুল কলঙ্কিনী,
ভাবিলে এ দশা মম হৃদয় বিদরে রে॥
স্বজন নিদয় হল, কাঁর্ ধন কারে দিল,
অবলারে ভাসাইল অকূল পাথারে রে॥

হায় হায়! আমি এ বৃথা জীবন লয়ে কি কর্‌বো! এখন আমার মরণ হয় ত বাঁচি! (রোদন)

মায়াবতীর প্রবেশ।

মায়া। (উপবেশন) ও কি হচ্ছে বোন্? কাঁদ্‌ছো কেন? তুমি রাজ-রাণী, মোহন্তেশ্বরী, তোমার কি কান্না ভাল দেখায়? বিধাতা কি তোমার চোকে আর জল রেখেছেন?

পূর্ণ। দীদী, আমার মাথা খাও, আমায় আর ও কথা বলো না?

মায়া। আমায় যেন জন্ম জন্ম ঐ কথা বল্‌তে হয়।

পূর্ণ। পোড়া অদৃষ্ট এম্‌নি বটে!

মায়া। অমন কথা বলো না? তোমার যে কি কপাল তা তুমি কি জান্‌বে! পূর্ব্ব জন্মে আকাশ পানে পা করে কত কাল তপস্যা করেছিলে তারই ফলে এ জন্মে এই ঘটেছে।

পূর্ণ। যদি করে থাকি তারই ফলে এই স্বামী পেয়েছি। আর কত মহাপাতক করেছিলেম তারই ফল এই নরকভোগ।

মায়া। ছি, ছি, ও কথা মুখে এনো না? মোহন্ত সাক্ষাৎ মহাদেব, তোমাকে সেই মহাদেব ভাল বেসেছেন, তুমিও সাক্ষাৎ ভগবতী। এর পর দেখ্‌বে, অনাথপুরে যেমন যাত্রী হয় তোমাকে দেখতেও আমাদের বাড়ীতে তেম্‌নি লোক আস্‌বে।

পূর্ণ। দামিনীর কি মন্দির হয়েছে?

মায়া। কেন দেখ নি কি: যারা রংমহলে মোহন্তের চরণ পূজা কর্‌তে যেত, দামিনী যখন মোহন্তের পাশে বসে থাকৃতো, তারা কি দামিনীকে দেবী বলে প্রণাম কর্‌তো না? তা দামিনী কি, আর তুমি কি!

পূর্ণ। দামিনী যথার্থই দেবী।

মায়া। আর দেখেছো ত, তাঁর চরণ পাবার জন্যে কে না লালায়িত, এ দিকে দেখ্‌তে যেন তিনি সকলেরই প্রিয়, কিন্তু বাঁধা কেবল ভগবতীর। তা তুমিই সেই ভগবতী।

পূর্ণ। দীদী, তোমার পায়ে পড়ি, ও কথা আর আমায় বলো না।

মায়া। আজ্ কি নিতান্তই যাবে না?

পূর্ণ। কিছুতেই না। তুমি যদি আর—

কালীকমলের প্রবেশ।

কালী। (পূর্ণকেশীর প্রতি) মা, আমি তোমার বাপ্, তাই তোমাকে প্রণাম কর্‌তে পারি না, তা না হলে তুমি সাক্ষাৎ ভগবতী, সকলের নমস্য।

মায়া। শুন পূর্ণকেশী, বাবা কি বল্‌ছেন শুন, উনি ত আর আমাদের মত বোকা নন্, উনি কত শাস্ত্র পুঁথি পড়েছেন।

কালী। শিবানী যে আমার ঘরে জন্মেছেন তা কি আমি পূর্ব্বে জান্‌তে পেরেছিলেম, আমি যে এমন ভাগ্যধর তা স্বপ্নেও জান্‌তেম না। তা হলে কি, মা, আমি বিপিনের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিই?

পূর্ণ। তবে ত তোমার ভগবতী অসতী।

কালী। এ সব দেবতাদের লীলাখেলা, আয়ান ঘোষ ও শ্রীমতি জীউর স্বামী।

মায়া। বাবা, এ কথা ও কিছুতেই বুঝ্‌বে না।

কালী। কেন মা, তোমাকে আবার বুঝাবার শক্তি কার্ আছে? তুমি নিজে অন্তঃর্যামিনী, তমি সকলই বুঝ্‌তে পারো।

পূর্ণ। বাবা, আর না, ক্ষান্ত হও?

কালী। তা, মা, যেমন দয়া করে আমার ঘরে এসেছো, তেমনি আমার ঘর উথ্‌লে দাও! আর মা, এবার আশ্বিন মাসে যেন তোমার দশভুজা প্রতিমা করে খুব ঘটা ঘটি করে পুজা কর্‌তে পারি; এইটী কোরো।

পূর্ণ। বাবা, তোমার সাক্ষাতে আমি সকল কথা লজ্জায় বল্‌তে পারি না। তুমি ক্ষান্ত হও? সর্ব্বনাশী লজ্জাই আমার সর্ব্বনাশ করেছে!

কালী! মা, মহাদেবের রাগ হলে ত আর আমার রক্ষা নাই!

পূর্ণ। আমি আর কিছুতেই যাব না।

কালী। মা, সর্ব্বনাশ কর্‌লে! (মূর্চ্ছার ভাণ ও পতন)

মায়া। ওমা, এ কি হল! এ কি হল! বাবা, বাবা! আর বাবা! (রোদন।)

পূর্ণ। (মুখে জল সেচন।)

মায়া। আমি বাবাকে লয়ে ওঘরে যাই!

[কালীকমল ও মায়াবতীর প্রস্থান।

পূর্ণ। (উপবেশন ও স্বগত) বাবা বল্‌তেও আর ঘৃণা করে! এই কি বিশ্বাস! মোহন্ত শিব আর আমি ভগবতী! এক সময়ে প্রাণের দায়ে স্বামীর জন্যে পরের কথায় আমিও সে দুরাচারকে শিব মনে করেছিলেম।

মোহন্তের প্রবেশ।

সর্ব্বনাশ!

মোহ। জন্মান্তরে অন্যের মুখে শিবনিন্দা শুনে প্রাণত্যাগ করেছিলে, আর এ জন্মে আপনার মুখে নিন্দা কর্‌ছো? তোমার মায়া তুমিই বুঝ্‌তে পারো। (উপবেশন) কিন্তু এটী নিশ্চয় জেনো যে এ মহাদেব চিরদিনই ঐ চরণে বাঁধা। আবার কান্না কেন?

পূর্ণ। আমি কোন্ দিন না তোমার কাছে কাঁদি। তা তুমি এখানে এলে কেন?

মোহ। তুমি যে নিতান্তই যাব না বলেছিলে।

পূর্ণ। কোন্ দিন না বলি, আজও কেন বেচারামকে পাঠিয়ে ধরে নিয়ে গেলে না?

মোহ। মনে কর আজ্ তুমিই আমায় ধরে আনিয়েছো।

পূর্ণ। হায়, হায়! এত দিনে আমার স্বামীর ঘর, স্বামীর শয্যা পর্য্যন্ত অপবিত্র হল!

মোহ। হৃদয়ে ত স্থান দিয়েছো।

পূর্ণ। ধর্ম্ম তার সাক্ষী আছেন। তুমি যদি আমায় জোর করে ধরে

নিয়ে গিয়ে, আমার গলায় পা দিয়ে, আমার সর্ব্বনাশ কর, তাতে আমি কি কর্‌তে পারি! সে পাপ তোমারই।

মোহ। তুমি কেন তোমার স্বামীকেই ত্যাগ কর না?

পূর্ণ। তোমার মত মোহন্ত না হলে নিরাশ্রয়া অবলাকে এমন কথা কে বলে।

মোহ। মন্দ ত বলি নাই। গরীব বামণ একটা, আর অনাথনাথের মোহন্ত, রাজাবিশেষ, মহাদেবের স্বরূপ, আবার যখন তোমার উপর এত অনুরাগ। তুমিই রাজরাণী, মহাদেবের রাজ্যপাট সকলই তোমার।

পূর্ণ। আমার সাক্ষাতে স্বামীনিন্দা করো না?

মোহ। সতী কি দেহ ত্যাগ কর্‌বেন?

পূর্ণ। তা হলে ত বাঁচি।

মোহ। সুখ আপ্‌না হতে তোমার সেবা কর্‌তে লালায়িত হচ্ছে, আর তুমি পা দিয়ে ঠেলে দিচ্ছ।

পূর্ণ। এমন সুখের মাথায় বজ্রাঘাত হোক্! পূর্ণকেশী সতীত্ব বিক্রয় করে রাজরাণী হতে চায় না।

মোহ। যা করেছো তার জন্যে আর পরিতাপ কেন?

পূর্ণ। ঈশ্বরকে সাক্ষী করে যত দিন বাঁচ্‌বো ততদিন পরিতাপ কর্‌বো আর কাঁদ্‌বো। ধর্ম্ম জানেন আমি আপ্‌নার ইচ্ছায় কুপথগামিনী হই নি। পাঁচ জন কুলোকে ষড়যন্ত্র করে আমার সর্ব্বনাশ করেছে। যারা রক্ষক তারাই আমাকে নষ্ট করেছে!

মোহ। আমি কি তোমার কাছে এই কাঁদুনি শুন্‌তে এলেম। প্রফুল্ল কমলিনী কি এইরূপে ভ্রমরকে তাড়না করে?

পূর্ণ। তোমার পায়ে পড়ি তুমি আমায় ক্ষমা কর। অকূলে ত ভাসিয়েছো, জন্মদুঃখিনী করেছো, আর কেন? সমুদ্রে যে পড়েছে তাকে কি আবার যত্ন করে ডুবাতে হয়? বুকে আগুণ জ্বেলেছো, পুড়ে মর্‌ছি, আবার কেন বাতাস দিয়ে সে আগুণ প্রবল কর?

মোহ। তুমি কি হলে সুখী হও?

পূর্ণ। বাঁচলেম যে তুমি এ কথা বল্‌লে। তুমি আমায় ত্যাগ কর তা হলেই সুখী হব।

মোহ। তুমি যে আমার স্বর্গের সুখ।

পূর্ণ। আমায় যখন জন্মদুঃখিনী করেছো, যখন আমি এ দুষ্কর্ম্মে সুখী নই, তখন আমি তোমার কিসের সুখ?

মোহ। তোমার কান্নায় আমি সুখে ভাস্‌তে থাকি।

পূর্ণ। তুমি আমার এমনি পরম শত্রুই বটে।

মোহ। প্রিয়ে, অকারণে অনুগত জনকে কেন কষ্ট দাও? আমি তোমার চরণ পেলে সুখী হই তাতে তোমার আপত্তি কি? তোমার পায়ে পড়ি। (চরণ ধারণ) "দেহি পদারবিন্দে"।

পূর্ণ। তুমি অতি নিষ্ঠুর, তুমি অতি দুরাচার, তোমার কি দয়ামাত্র নাই! (উত্থান ও গমনোদ্যত।)

মোহ। তবে আমার গলায় পা দিয়ে যাও? (ভূমে পতন।)

পূর্ণ। তুমি দেবতার মোহন্ত, বড়মানুষ, তোমার টাকা আছে, তোমার জোর আছে, আমার বাপই যেন লোভী, আমি ত একজনার বিবাহিতা স্ত্রী, গরীবের স্ত্রী বলেই কি অবস্থার জোরে আমাকে এই রূপে নষ্ট করতে হয়?

[প্রস্থান।

মোহ। (উত্থান) প্রিয়ে, সর্ব্বস্ব দিচ্ছি, যা চাবে তাই দিচ্ছি।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মন্ত্রেশ্বর। পূর্ণকেশীর শয়নাগার।

মায়াবতী ও মালীবোয়ের প্রবেশ।

মালী। তুমি হাস্‌ছো, কিন্তু আমার গা অম্‌নি ছম্ ছম্ কর্‌ছে, যে কাট্‌গোঁয়ার!

মায়া। তোর মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে গাঁ হতে উঠিয়ে দেবে?

মালী। এ তামাসার কথা নয়। পূর্ণকেশীকে ভাল করে বলে কয়ে দাও? ওর যে রকম, ওকে আমার একটুও বিশ্বাস হয় না, ও যে কখন কি কর্‌বে, কি বল্‌বে তার কিছুই ঠিক্ নাই।

মায়া। যাই করুক্, এ কথা আর স্বোয়ামীকে বল্‌তে হয় না, ও ত আমাদেরই মেয়েমানুষ বটে, আপনাদেরই স্বভাব কেন মনে বুঝে দেখ্ না, মেয়ে মানুষে কি তা পারে!

মালী। পাড়ার লোকে মোহন্তের ভয়ে কেউ কিছু বলতে পার্‌বে না তা আমি বেশ্ জানি। তবে এই স্কুলের ছেলে গুলকেই যত ভয়।

মায়া। সে ভয় নাই, স্বর্ণলতা একদণ্ডও কাছ ছাড়ে নি। বাবাও আস্‌বামাত্রেই বলেছেন যে পাড়ার সকলেই আমাদের শত্রু হয়েছে।

মালী। যাহোক্ ভালয় ভালয় দিন্‌টে কেটে গেলেই হয়।

মায়া। এখনি ভাত খাইয়ে ঘরে পুর্‌ছি। এবার যাতে মনে সন্দেহ না জন্মায় তা আমি কর্‌বোই কর্‌বো।

মালী। তা হলেই আমি বাঁচ্‌লেম।

মায়া। তার পর একমাসের মধ্যে পূর্ণকেশীর এ কাঁদুনে স্বভাব ফেরাবোই ফেরাবো। তখন এত ভালবাসায় নিরাশ হবার সময় হবে।

মালী। তার পর বিপিন তোমারই।

মায়া। এইটী ঘটনার ঠিক্ স্রোত। দেখি আবার কোথায় গেল।

[উভয়ের প্রস্থান।

পূর্ণকেশীর প্রবেশ।

পূর্ণ। (স্বগত) আমার এম্‌নি হয়েছে, এদের সঙ্গে যত দেখা না করি, যত আলাপ না করি, ততই যেন ভাল থাকি! একলা বসে যতই কাঁদি ততই যেন দুঃখ ঘুচে। (উপবেশন) ছি, ছি, আমার স্বভাব কেমন

নীচ হয়ে উঠ্‌লো! এমন স্বামী, যাঁকে এক দণ্ড না দেখ্‌লে চার্‌দিক্ অন্ধকার দেখ্‌তেম, এক দণ্ড যাঁর কথা না শুন্‌লে প্রাণ ফেটে যেত, যিনি আস্‌বেন শুন্‌লে কতই আহ্লাদে ভাস্‌তেম, সেই স্বামী এসেছেন, কিন্তু আমার সে সুখ কই, আমার সে আহ্লাদ কই! আমার বোধ হচ্ছে তিনি না এলে ভাল হত, না এলে সুখী হতেম! চার্ চোকে দেখা কর্‌তে আমার কিছুতেই প্রবৃত্তি হচ্ছে না। হতেই পারে। যে সুখের স্বামী, যে ভালবাসা, তার যে প্রতিশোধ আমি দিয়েছি, তাতে আর আমি কি বলে সে স্বামীর সম্মুখে যাব! যদি সব বলি, সকলই স্বীকার করি, অনুতাপ করি, কাঁদি, পায়ে ধরি, তা হলে কি তিনি ক্ষমা কর্‌বেন? না, না, তা তিনি কেন কর্‌বেন? ইচ্ছায় হোক্, অনিচ্ছায় হোক্ আমি ত দুশ্চারিণী বটে, আমি ত অসতী হয়েছি, আমি কি ক্ষমার যোগ্য। স্বামীর কাছে স্ত্রীর সকল দোষ ক্ষমা হয়, কিন্তু এ দোষ কি ক্ষমা হবার? আমি সে পবিত্র সরল ভালবাসা কি বলে আবার ভোগ কর্‌বো?—হায় হায়! জন্মদুঃখিনী হয়ে আবার কেন সুখের ভাবনা ভাব্‌ছি, আমার কপালে কি আর সুখ আছে, এ জন্মের মত আমার সুখ ফুরিয়েছে! হায়রে মোহন্ত! তুই আমাকে এমন স্বামী সুখে বঞ্চিত কর্‌লি! অবলাকে জন্ম-দুঃখিনী কর্‌লি! আমার সর্ব্বনাশ কর্‌লি! (রোদন।)

মায়াবতীর প্রবেশ।

মায়া। আবার কাঁদ্‌ছো?

পূর্ণ। কান্না বই প্রিয়ভগ্নীর জন্যে আর কি রেখেছো?

মায়া। কেন, বিপিন ত এসেছে।

পূর্ণ। তবু পূর্ণকেশী কাঁদ্‌ছে, এও হল।

মায়া। কেন, তুমি ত তাঁরই।

পূর্ণ। আমি আর তাঁর কই? তোমরা যে আমাকে মোহন্তকে দিয়েছো। অসতী স্ত্রী কি তেমন স্বামীর যোগ্য?

মায়া। তাতে কি তুমি অসতী হয়েছো!

পূর্ণ। তবে বল্‌তে বারণ কর কেন?

মায়া। কাট্‌গোঁয়ার বলে, এখনকার ছেলে বলে। আর মেয়ে মানুষ সকল কথাই কি পুরুষের কাছে বলে।

পূর্ণ। এই ধর্ম্ম কি স্নেহময়ী ভগ্নীকে শিখাতে হয়।

মায়া। তোমাকে সুখে ভাসাবো বলেই।

পূর্ণ। দুঃখের সাগরে ভাসিয়েছো।

মায়া। তা যদি বল তবে আর ত উপায় নাই।

পূর্ণ। অকুল পাথারে আবার উপায় কি!

মায়া। বোন্‌, যা হয়েছে তা ত আর ফির্‌বে না।

পূর্ণ। এখন কি তোমার এই কথা! আমার বুক ফেটে যাচ্ছে! আমি এখন স্বামী সুখে বঞ্চিত হলেম!

মায়া। চুপ্‌ কর ভাই! আমি তোমার বড়দীদী, আমি তোমার হাতে ধরে বল্‌ছি, তোমার মন না হয় আর তুমি অনাথপুরে যেও না।

পূর্ণ। স্বামী সুখও আমার গেল।

মায়া। যাবে কেন বোন্‌, আমার কথা শুন, যেমন ছিলে তেম্‌নি থাক্‌বে।

পূর্ণ। তোমার পায়ে পড়ি, বল কি কর্‌লে আমি সে সুখে ভাস্‌বো!

মায়া। যাতে স্বামীর কাছে প্রকাশ না হয় তাই কর, তা হলেই সকল দিক্‌ রক্ষা হবে। মোহন্তের ভয়ে পাড়ার লোক কেউ কিছু বল্‌তে পার্‌বে না, তুমি যদি মনের আগুণ মনে রেখে আজ্‌কের দিন্‌টে কাটাতে পারো তা হলেই সকল দিক্‌ রক্ষা হবে।

পূর্ণ। যা ভাল হয় তাই কর।

মায়া। তবে সাবধান, আমি যাই, ভাত প্রায় হল।

[প্রস্থান।

পূর্ণ। (স্বগত) কি করি, তাই কর্‌তে হবে, পাপের এই পরিণাম! ছি, ছি, আমি কতই নীচ হলেম, এত দিনে আমি কপট কুলটা স্ত্রী হলেম, নরক কুণ্ড ঢাকা দিলেম! স্বামীর সঙ্গে আবার তেম্‌নি করে হাস্‌বো, তেম্‌নি করে কথা কবো, বাইরে সকলই সেই রূপ দেখাবো, কিন্তু অন্তরে অন্য ভাব থাক্‌বে, অন্তরে আগুন জ্বল্‌বে! তা কি আমি পার্‌বো, পূর্ণকেশীর অন্তরে বিষ আর মুখে অমৃত, স্বামীসোহাগিনীর বুকের ভিতর আগুন আর মুখে শীতল জল! এ কি সম্ভব! নয়ই বা কিসে! আমার মত স্ত্রীকেই ত কাল-সাপিনী বলে! আমি এমন সরল পতিকে দংশন কর্‌বো! এমন সোনার পুতুলীকে দগ্ধ কর্‌বো! অধম পূর্ণকেশী হতে এও হল! নষ্টের অসাধ্য কিছুই নয়!——

মায়াবতীর পুনঃ প্রবেশ।

মায়া। বোন্, মনস্থির হয় না, আবার তোমায় দেখ্‌তে এলেম।

পূর্ণ। এমনি তোমার ভালবাসা! এবার দেখদেখি কেমন সেজেছি! (হাস্য)

মায়া। তবু হাসিতে কান্না মাখা রয়েছে।

পূর্ণ। পার্‌বো না কি?

মায়া। পার্‌বে, ভালবাসা চোকে এ হাসি কান্না ধরা যায় না, এইবার বুঝি আস্‌ছেন।

বিপিনের প্রবেশ।

বিপি। কি সৌভাগ্য, স্নান করেই আজ্ যুগলমূর্ত্তি দর্শন হল।

মায়া। ঐ কথার গুণেই কেবল ভুলিয়ে রেখেছো বই ত নয়।

বিপি। কাজেই বা কি ত্রুটি আছে?

মায়া। কত দিন পরে এলে?

বিপি। বারণ করে পাঠিয়ে ছিলে যে।

মায়া। রৌদ্রে তোমার ক্লেশ হবে বলে।

বিপি। তবে দোষ কি?

মায়া। আমরা যেন তোমার ক্লেশ হবে বলে বারণ করেছিলেম, তুমি কি ক্লেশ করে তার শোধ দিয়েছিলে?

বিপি। অবাধ্য হলে কি দণ্ড দিতে না?

মায়া। এম্‌নি অনুগত দাসই বটে।

বিপি। তবে বেতন বৃদ্ধি হোক্।

মায়া। সে বৃদ্ধি যুবতীর মান, তোমার পূর্ণকেশীর কাছে।

[প্রস্থান।

বিপি। আরশি আর চিরুণী দাও তো?

পূর্ণ। (আনিয়া প্রদান) এই ধর।

বিপি। (পালঙ্কে উপবেশন ও চুল পরিষ্কার করণ) আসি নাই বলে কি যথার্থই অভিমান হয়েছে?

পূর্ণ। হতে পারে না কি?

বিপি। পারে বই কি, এক শ বার পারে।

পূর্ণ। অভিমানেই আমাদের মান বাড়ে।

বিপি। আমি কি জানি না যুবতী স্ত্রী স্বামীর বিচ্ছেদে কত কষ্ট পায়, আর সে দুঃখ কি আমারও নয়?

পূর্ণ। তবে ভুলে থাক কেন?

বিপি। কি করি, পরের চাকৃরি।

পূর্ণ। রবিবারে ত তুমি আমারই।

বিপি। রবিবারেও খাট্‌তে হয়। এই আজ্ কত করে এসেছি।

পূর্ণ। তবে কেন আমায় সেখানে লয়ে চল না?

বিপি। এ কথা কি তোমায় বল্‌তে হয়?

পূর্ণ। আমি বেহায়া তাই বল্‌লেম।

বিপি। অমন চম্‌কে চম্‌কে উঠ্‌ছো কেন? অমন ভয়ে ভয়ে বল্‌ছো কেন? এ কথা ত তুমি এক শ বার বল্‌তে পারো।

পূর্ণ। কি জানি যদি বেহায়া মনে করে ঘৃণা কর।

বিপি। আমি কি তোমার পর?

পূর্ণ। আমি কি তা বল্‌লেম। (চক্ষের জল মোচন)

বিপি। কাঁদ্‌লে কেন?

পূর্ণ। কেন কাঁদ্‌লেম তা বল্‌তে পারি নি। হয় ত তুমিই কাঁদালে।

বিপি। প্রিয়ে, সুখে না রাখ্‌তে পার্‌লে কোথায় লয়ে যাব? এমন সোণার প্রতিমা কি আমি খোলার ঘরে রাখ্‌তে পারি?

পূর্ণ। পূর্ণকেশী কি এতই ভোগবিলাসিনী? স্বামীর খোলার ঘর কি আমার স্বর্গ নয়?

বিপি। কল্‌কাতা যে বিষম স্থান, সারাদিন তোমায় কে রক্ষা কর্‌বে?

পূর্ণ। যে রক্ষক।

বিপি। পরাধীন দুঃখী স্বামীর প্রতি এটী গঞ্জনা।

পূর্ণ। তবে আর বল্‌বো না।

বিপি। তা হলে আরো ব্যথা পাব।

পূর্ণ। এখন চল, খাওসে?

বিপি। তোমাদের গাঁয়ে দলাদলির কিছু হয়েছে না কি? তোমার বাবা বল্‌লেন পাড়ার সব তোমাদের শত্রু হয়েছে, ব্যাপারটা কি?

পূর্ণ। বাবাকে সুধিও আমি কিছু জানি না।

বিপি। তুমি অমন কর্‌ছো কেন? গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, কথা বেরুচ্ছে না, চোক্ ছল্‌ছল্ কর্‌ছে, একি, এমন কেন?

পূর্ণ। তবে তোমারই অন্য ভাব।

বিপি। পূর্ণকেশী ত কখনই মিথ্যা বলে না।

পূর্ণ। তবে কি আমি মিথ্যা বল্‌লেম? (রোদন)

বিপি। না প্রিয়ে, ক্ষমা কর? তোমার বিপিন কি তোমার সরল মনে কখন ব্যথা দিয়েছে? প্রিয়ে, আমার কথায় ত তুমি কখনই কাঁদো না, আজ্ কেন এমন হল?

পূর্ণ। এখন চল, ভাত খাওসে?

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মন্ত্রেশ্বর। নীলকমলের শয়নাগার।

মায়াবতী আসীন।

মায়া। (হাস্য ও স্বগত) পূর্ণকেশী আবার আমার কৌশল বুঝ্‌বে! ও আবার মায়াবতীর মায়া বুঝ্‌বে! তুই ত তুই, তুই ত কাল্‌কের মেয়ে, কত মাথায় শোণের নুড়ী বুড়ী মাগীরেই ঝক্ মেরে যায়! মায়াবতী যখন মায়া জাল বিস্তার করেছে, তুই যখন জালে পড়েছিস্, তখন কাটিয়ে উঠা ভার! কার্‌ই বা সাধ্য যে কাটিয়ে উঠে! আমার হাতে খাবে না? কেমন খাওয়ালেম! আবার সেই মদ পেটে গেল! আবার সেই যেতে হল! কোথায় থাক্‌লো প্রতিজ্ঞা! আর কোথায় বা থাক্‌লো কান্না! সেই পোষা পাখিটীর মত মায়াবতী যেমন বলালে তেম্‌নি রাধাকৃষ্ণ বল্‌তে হল! যা হোক্ ধন্য মদকে! এ দেশে যারা মদ এনেছে তাদিকেও ধন্য! এ মদে কোন্ দুষ্কর্ম্ম না করে তোলা যায়! সতীলক্ষ্মী পূর্ণকেশীর চোকের জলও এ বোতলের জলে নিবারণ হল! পূর্ণকেশী আর অনাথপুরে যেতে ত কান্দে না। কাঁদ্‌বে কে? জ্ঞান থাক্‌লে ত কাঁদ্‌বে! মদ খেয়ে যদি মানুষের জ্ঞান থাক্‌তো, তা হলে আর ভোম্বল দাস আপ্‌নার ছেলেকে পুড়িয়ে মার্‌তো না! যা হোক্, পূর্ণকেশীর যখন নেশা ভাঙ্গে তখনই সর্ব্বনাশ! ওর মনে তখন যে কি হয় তা ওই জানে। কিন্তু বোন্, তুমি মনে করো না যে তোমার প্রাণের দিদী তোমার তরে কাঁদে না। মায়াবতীর প্রাণ যতই কঠিন হোক্ পূর্ণকেশীর তরে কখন না কখন কাঁদে। বোন্, তুমি যদি এমন ভাল স্বামীর হাতে না পড়্‌তে, তোমার স্বামীর চরিত্র যদি এত পবিত্র না হতো, তা হলে কি তুমি এ বিপদে পড়্‌তে? তোমার বিপিন কি মায়াবতীর বিস-

নয়নে পড়্তো? কখনই না! এখন তোমার কপালের ফল, তোমার বিপিনের গুণের ফল, তোমার ভাল স্বামীর ফল তুমি ভোগ কর্‌ছো, আমার অপরাধ নাই।

নেপথ্যে, স্বর্ণলতা। বড় দীদী, শীঘ্র এসো, শীঘ্র এসো? মেজ্‌দীদীর কি হল গো!

মায়া। (উচ্চৈঃস্বরে) কি সর্ব্বনাশ! আবার কি হল! যাইলো যাই।

[বেগে প্রস্থান।

যোগের প্রবেশ।

যোগে। (স্বগত) বাঁচ্‌লেম! বাবার পাদপদ্মে যখন গড়্ করে এসেছি তখন এ সুযোগ হবেই ত! ভাগ্যে ও ঘরটায় ঢুকে পড়িনি, তা হলেই মজিয়ে ছিল আর কি! তা ধরা পড়্‌লে বল্‌তেম মহারাজ দেখ্‌তে পাঠিয়েছেন। রাণী ঠাকৃরোণ আমার ছায়া দেখেই মূর্চ্ছা গেলেন। যা হোক্ একেই বলে সুযোগ। চোর চায় ভাঙ্গা বেড়া তা আমার একেবারে খোলা দোর। সে দিন মহারাজের সঙ্গে এসে সব ভাল করে দেখে গেলেম, আজ্ আবার ঠেওর হচ্ছিল না। এখন বেশ ঠেওরেছি, এই ঘরেই বামণ শোয়। মাল মশলা এই ঘরেই হবে। যা হোক্ আগে একটা লুকাবার ঠাঁই দেখে রাখি। ময়না বেটী এ ঘর ছেড়ে অধিক ক্ষণ থাক্‌বে না। (ইতস্ততঃ দৃষ্টি) এই তক্তাপোষের নীচে যে ব্রহ্মাণ্ড থুয়েছে এরই আড়ালে থাক্‌বো। বেটা মেয়ের দৌলতে বড় মজায় টাকা জমাচ্চে। রোজ পাঁচ শ সাত শ মেরে আন্‌ছেই ত। তা যোগেকে একটী দিন একটী পয়সা দেয় না। মুখ ফুটে চাই-লেম, তবু না, উল্‌টে মহারাজের কাণে তুল্‌লে। তার শোধ যোগে দেবেই দেবে। রংমহলে কে না যোগেকে প্রণামী দিয়েছে। মোহন্তের পাপের সংসারে ত ভাল কর্ম্মে ব্যয় নাই যে যোগে ভাল উপায়ে দুপণ রোজগার কর্‌বে। যা কিছু এতেই। মোহন্ত মহারাজ দেবতার টাকা কস্‌বীর পায়ে ঢাল্‌তে

পারেন, যজ্ঞের ঘী কুকুরকে খাওয়াতে পারেন, আর আমরা দুপয়সা দস্তুরী নিতে পারি না। যা হোক্ এ বামণের একে ত এই মহাপাপের কড়ি, তা সেও আবার দেবতার ধন, কিন্তু আমি যদি লয়ে গিয়ে ছেলে পুলেকে খাওয়াই তাতে আমার পাপ কি! এ যে টাকা, মদ খেয়ে এ টাকা উড়িয়ে দিলেও আমার পাপ নাই। এমন ডাকাতের ধন চুরী কর্‌বো তার আবার কথা কি। কার্‌ যেন পায়ের শব্দ হচ্ছে! (লুক্কায়িত)

মায়াবতীর প্রবেশ।

মায়া। (স্বগত) ভ্যালা সাবিত্রীকে লয়ে ভোগ্‌টা ভুগ্‌তে হচ্ছে! এমন করে আর কত দিন কাট্‌বে। যা হয় একটা হোক্। বাবা যে এখনো আস্‌ছেন না। তিনি তবে অনাথপুরেই গিয়েছেন। টাকার জন্যে মিন্‌ষে যেন পাগল।

কালীকমলের প্রবেশ।

বাবা, তুমি এলে, বাঁচ্‌লেম!

কালী। কেন মা, কি হয়েছে?

মায়া। পূর্ণকেশী কেমন হয়ে পড়েছিল। সে বলে যে মোহন্ত যেন তার ঘরে উঁকি মার্‌ছিল।

কালী। মোহন্তকে কি তার এখন ভূতের ভয় হল? এই ত তাঁকে অনাথপুরে দেখে এলেম। তা এখন ভাল আছে ত?

মায়া। কত করে তবে এখন একটু ভাল হল। আমি এ ঘর ফেলে থাক্‌তেও পারি না, পূর্ণকে ফেলে আস্‌তেও পারি না। তা তুমি ঘরে থাক, আমি তার কাছে যাই।

কালী। যাও মা, মোহন্ত মহারাজ আজ্‌ এক শ টাকা দিলেন।

মায়া। ভালই ত।

কালী। (উপবেশন ও স্বগত) কি শুভক্ষণেই পূর্ণকেশী মোহন্তের নজরে পড়েছিল! মোহন্ত বই রূপের এমন গুণগ্রাহী আর কে আছে! আমার পূর্ণকেশীর শ্রীখানি যে কি অমূল্য ধন, তার যে কি

দাম, তা মোহন্ত বই কে জানে! মোহন্ত আর দেবতার ধন না হলে এমন অকাতরে কে টাকা দিতে পারে। "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা," রূপবতী স্ত্রী ধনবানেরই ভোগের জন্যে। ধনেরও সার্থকতা। টাকায় যদি উত্তমা স্ত্রী সংগ্রহ হয়, তবে তা হতে টাকার আর কি উৎকৃষ্ট ফল আছে। ত্রিভুবনে আর উৎকৃষ্ট দ্রব্যই বা কি আছে। তা বাবা অনাথনাথ যেমন দিন দিয়েছেন, তেম্‌নি পূর্ণকেশীর মনটি ফিরিয়ে দেন, তা হলে বাবার সর্ব্বস্বই মায়ের ঘরে। যা দিয়েছেন তাই আমার স্বপ্নের অগোচর। যে কালীকমল চারটী পয়সা দক্ষিণার জন্য চার্‌ ক্রোশ দৌড়াত, সেই কালীকমলের হাতে আজ্‌ দশ হাজার টাকা। বাপের বিষয় নয়, নিজের রোজগার, স্বনাম পুরুষোধন্য! যা হোক্‌, সব টাকাই ত মোহর গাঁথিয়েছি, তবু একটী আইরণ্‌চেষ্টে রাখ্‌লেই ভাল হয়। কিন্তু পাড়ার লোকের যে চোক্‌, এ চালাঘরে আইরণ্‌চেষ্ট দেখ্‌লে আর কি রক্ষা থাক্‌বে, এখনি হিংসায় ফেটে যাবে। তাই ত এই এমো সিন্দুকে সর্ব্বস্ব পুরেছি। যাহোক্‌ আর কিছু দিন যাক্‌, তার পর একেবারে কোটাবাড়ী, আঁটা শাঁটা ঘর, তখন আইরণ্‌চেষ্টে মরাই বাঁধ্‌বো। তখন বনেদি বাঁধা চাল্‌ চলন, সারগাঁথা ক্রিয়াকলাপ, আর কথা কয় কে। সকল বেটাই লক্ষ্মীর বরযাত্র, আমার বাড়ীতে যদি মাসে দুবার লুচির পাত পড়ে, তবে আমার উপর আর কে কটাক্ষ করে। কত ভাগ্যধর মা ভগবতীর চাম্‌ড়ার দৌলতে দোল দুর্গোৎসব করে সদ্ব্রাহ্মণ কব্‌লাচ্ছেন, তা আমার ত মেয়ে বেচা টাকা। (একটী কাষ্ঠের সিন্দুকে টাকা নিক্ষেপ) অচল হয়ে এইখানে থাক, শীঘ্র দশগুণ হও। (সিন্দুক বন্ধ ও প্রণাম)।

নেপথ্যে। মায়া। বাবা, পূর্ণকেশী ভাল আছে।

কালী। নিশ্চিন্ত হলেম, এখন একটু নিদ্রা যাই। মা, তুমি নীরোগা হয়ে এম্‌নি বয়েস লয়ে চিরকাল বেঁচে থাক। (শয়ন ও নিদ্রা)

যোগে। (স্বগত) এ পাপিষ্ঠের টাকা চুরি কর্‌বো তাতে আবার পাপ! এমন চণ্ডাল ত কোথায় দেখি নি। ছি, ছি, ছি, আপনার মেয়ে,

আবার মেয়ে বলে মেয়ে! আমাদের বড়বোয়ের মত সতী লক্ষ্মী। আর রূপে ত সাক্ষাৎ দুর্গা ঠাক্‌রোণ, এমন মেয়ে কি জামাই বই আর কারু হাতে দেওয়া যায়। এ বেটা কি বামণ! বামণের কুলাঙ্গার! কশাই, চাঁড়াল! দাঁড়াও বাবা, তোমার টাকার সাধ আজ্ মিটাচ্ছি! (অন্য চাবীতে সিন্দুক মোচন।) দোহাই বাবা অনাথনাথ! (টাকা গ্রহণ ও সিন্দুক পূর্ব্ববৎ বন্ধ করণ) থাক বাবা, সুখে ঘুমাও।

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মন্ত্রেশ্বর। রাজপথ।

কালীকমলের প্রবেশ।

কালী। (স্বগত) সকলকে পার আছে, ইস্কুলের এ ছেলে বেটাদের ত পার নাই। হাড় জ্বলালে। পথে বেরুন দায় হয়ে উঠ্‌লো।

নবীন, শ্যাম, দীন ও হরির প্রবেশ।

সকলে। (কালীকমলকে বেষ্টন করিয়া পুস্তকের বাদ্য ও নৃত্য)

কালীকমল পাতি, নেড়ে।
মেয়ে দিয়েছে শিবের ষাঁড়ে॥
এক মেয়ের দুই বরে।
কালীকমলের ছরাদ্ করে॥

কালী। দাদা নবীন, দাদা শ্যাম, তোরা আমার গাঁ সুবাদে নাতি হোস্, আমি তোদের ঠাকুরদাদা, আমার সঙ্গে কি এম্‌নি কর্‌তে হয়!

সকলে। (বেষ্টন করিয়া নৃত্য)

বম্ বম্ হর হর।
ঠাকুর দাদাকে খেঙ্গ্‌রা মার।
বম্ বম্ শিব শিব।
বুড়োর মুখে নুড় দিব ॥

কালী। বাবা, পথের মাঝে অমন করো না। তোমাদের পায়ে পড়ি অমন করো না। আমি আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি তোমরা লেখাপড়া শিখে দ্বোয়ারী মিত্র হবে। দেশের হাকীম্ হবে।

নবী। হাকীম্ হয়ে তোমাকে ফাঁশি দিব।

(পুনরায় কবিতা পাঠ নৃত্য ও ধূলিনিক্ষেপ।)

[বালকচতুষ্টয়ের প্রস্থান।

কালী। (স্বগত) ভিটে খান্ উদ্ধার করা হল না। এ গাঁ ছেড়েই উঠে যাব। মোহন্তের ভয়ে কারু মুখে কোন কথা নাই, কিন্তু ছেলে গুল ত কোন শাসনের মধ্যেই নয়। অনাথপুরে গিয়েই বাস কর্‌বো। সেই খানেই আমার রাজরাজেশ্বরী পূর্ণকেশীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে রাজ্য ভোগ কর্‌বো। উদয়াচলের নিকটে থাকাই ভাল। সে তেজ সেখানে কিছুতেই কম্‌বার নয়। কিন্তু আর কিছু টাকা। তা হলেই কালীকমল সম্পূর্ণ স্বাধীন। এরা এতক্ষণ অনাথপুরে গিয়াছে। সন্ধ্যাও হয়ে এলো, আর এখন বাড়ীতে তাদের কে খুঁজ্‌তে আস্‌বে, আমি যাই।

[প্রস্থান।

বিপিনের প্রবেশ।

বিপি। (স্বগত) একটু অন্ধকার হয়ে এলেই যাব। এখন গাঁয়ের ভিতর গেলে কত লোকের কাছেই পরিচয় দিতে হবে। শ্বশুর-বাড়ী আসার পরিচয়টা যেন কেমন কেমন মনে হয়। একটু এই আড়ালে বসি। (উপবেশন) আমার যে এ গাঁয়ে শ্বশুরবাড়ী আমার স্ত্রী যে বাপের বাড়ীতেই থাকে, এ কথা ভৈরবীকে কে

বল্‌বে? তিনি অবশ্যই গণনা করে জেনেছেন। অমন সাক্ষাৎ ভগবতীর মত ভৈরবী, তিনি কি মিথ্যা করে রচনা কর্‌তে পারেন? তা ত নয়, কিন্তু গণনা কি সকলই সত্য হয়? তা হলে আমি এতদিন এ দেশের রাজা হতেম। যা হোক্ তখন কথা টা কেমন মনে লাগ্‌লো, সন্দেহ কর্‌বার একটুও কারণ পেলেম না, রাগে ভর করে এতদূর অবধি চলে এলেম, তা এখানে এসে আর ত রাগ থাক্‌ছে না। বলা ও যায় না, শ্বশুরবাড়ীর দেশের মাটির গুণ হলেও হতে পারে, মাড়ালেই আর সে কুলের প্রতি রাগ থাকে না; এই জন্যেই কি শ্বশুরবাড়ীর দেশকে কামিখ্যা বলে। পূর্ণকেশীর দেহখানি ত সারা পথই আমার মনে রয়েছে, সে মধুমাখা প্রিয় সম্ভাষণ, সে মুচ্‌কী হাসি, সে সরল ভালবাসা নিয়তই আমার মনে রয়েছে, কিন্তু সমস্ত পথটা গর্জ্জন কর্‌লেম, এখানে এসে আর ত কিছুই নাই। কই, গ্রামের এত লোকের সঙ্গে পথে দেখা হল, কেউ ত মুণাক্ষরে একটী কথাও বল্‌লে না। পূর্ণকেশীর চরিত্রের উপর যদি দোষের কথা উঠ্‌তো, স্ত্রীলোকের চরিত্রে খুঁত হলে প্রচার হতে কতক্ষণ বিলম্ব হয়, অবশ্যই দশ কাণ হত, কেউ না কেউ একটীও কথা বল্‌তো, আমার সন্দিগ্ধ মনে কারু চাউনিও তেমন মন্দ বলে বোধ হত।—এ ও কি সম্ভব, পূর্ণকেশী কলঙ্কিনী! সাবিত্রী সোনাগাছীর স্বর্ণ! সে ভালবাসা কি কখন কপট হতে পারে! পূর্ণকেশীর প্রতি যদি আমি অবিশ্বাস করি, তবে আমি অতি পামর। স্বামীসোহাগিনী পূর্ণকেশী যদি কলঙ্কের ভার মাথায় লয়, তবে নারীকুলে সতী কে? না, প্রিয়ে, আমায় ক্ষমা কর, আমি মনে মনে তোমায় তিরস্কার করে কতই পাপ করেছি! আমি কারু কথায় আজ এখানে আসি নাই, তোমার উপর কোন সন্দেহ করে এখানে আসি নাই, এ বার যাবার সময় তুমি আমার সঙ্গে যাবার জন্যে কত জিদ্ করেছিলে, তোমার চৌকে জল দেখে গিয়েছিলেম, তাই আমি এত ত্বরায় এসেছি।——

এক সন্ন্যাসী ও রমানাথের প্রবেশ।

রমা। ভৈরবীটীকে চিন্তে পার্‌লেন?

সন্ন্যা। কোথায় যেন দেখেছি বোধ হয়।

বিপি। (স্বগত) এঁরাও যে ভৈরবীর কথা বল্‌ছেন!

রমা। মোহন্তের উপপত্নী সেই দামিনী।

সন্ন্যা। সে কি! ও যে সাক্ষাৎ দেবী, বেশ্যা ছিল এমন ত বোধ হয় না।

রমা। পূর্ণকেশীর তরে সেই যে মনের ঘৃণায় অনাথপুর হতে বেরিয়েছেন, সেই হতে এঁর এই অবস্থা।

বিপি। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! একি কথা!

সন্ন্যা। বাবা অনাথনাথের দয়া।

রমা। যুবতী বেশ্যা পবিত্র ভৈরবী হয় এ দৃষ্টান্ত এই প্রথম।

সন্ন্যা। তবে পূর্ণকেশীর তরেই দামিনী ভৈরবী।

বিপি। (স্বগত) সর্ব্বনাশ, কি করি?

রমা। কিন্তু যখন দামিনী এখানে এসে আসন পাত্‌লেন, তখন পূর্ণকেশী রক্ষা হবেই হবে। কালীকমল, মায়াবতী আর মোহন্তের সহস্র চেষ্টা বিফল হবে।

সন্ন্যা। আহা! এমন সুলক্ষণা স্ত্রীকেও কুপথগামিনী করে!

রমা। মোহন্তের শাসন দেখ্‌লেন ত, একটী প্রাণীও কোন কথা বলে না।

সন্ন্যা। দুরাচার কি কৌশলেই দুষ্কর্ম্ম পরিপাক কর্‌ছে!

রমা। তীর্থটা ছার্‌খার্‌ হয়েছে।

সন্ন্যা। ভাল, এর কি কোন প্রতিকার হবে না?

রমা। এ দেশের তীর্থের ভার যাঁদের উপর, তাঁরা মনোযোগী না হলে কার্‌ সাধ্য কি করে।

সন্ন্যা। তাঁরাই বা কে?

রমা। দেশের প্রধান প্রধান মোহন্তগণ।

সন্ন্যা। দেশের বড়লোকেদেরও যত্ন চাই।

রমা। সে সাহায্য ব্যতীত এ দেশে কোন কর্ম্ম সিদ্ধ হয়! যাঁদের তীর্থের প্রতি ভক্তি আছে, যাঁদের হিন্দুধর্ম্মের প্রতি যত্ন আছে তাঁরা অবশ্যই মনোযোগী হবেন।

সন্ন্যা। তবে কেন সেই উদ্‌যোগই হোক্ না?

রমা। আপ্‌নি মোহন্তদের নিকট প্রস্তাব করুন অবশ্যই হবে।

সন্ন্যা। কৃতকার্য্য হবার সহজ উপায় কি?

রমা। কেন, সে দিন ত একটা হয়ে গিয়েছে।

সন্ন্যা। কিরূপ?

রমা। বর্দ্ধমানের রাজগঞ্জের অস্থলের মোহন্ত নন্দকিশোর ঠিক্ এইরূপ দুরাচার হয়ে উঠেছিল, প্রধান প্রধান মোহন্তগণ কল্‌কাতার হাইকোর্টে আবেদন কর্‌লেন যে নন্দকিশোর দুষ্কর্ম্মান্বিত, বেশ্যাভক্ত, সুরাপায়ী, দেবস্বনষ্টকারী, অতএব মোহন্তের যোগ্য নয়, তাকে স্থানান্তরিত করে দ্বিতীয় উপযুক্ত ব্যক্তিকে স্থলাভিষিক্ত করা হয়।

সন্ন্যা। তার পর?

রমা। হাইকোর্ট তদন্তের দ্বারা অবগত হলেন আবেদনকারীদের কথা সত্য, তৎক্ষণাৎ তাকে রহিত কর্‌বার আজ্ঞা দিলেন।

সন্ন্যা। এমন কাজ হয়েছে, তবে লোকে কেন এ দুরাচারকে এখনো রেখেছে?

রমা। তার পর হাইকোর্ট বর্দ্ধমানের রাজা সেখানকার বড় লোক বলে তাঁকেই দ্বিতীয় উপযুক্ত অপর এক ব্যক্তিকে মোহন্ত মনোনীত করবার ভার দিলেন, রাজা, গিরিধারী দাস বলে একব্যক্তিকে মনোনীত কর্‌লেন, আবেদনকারী মোহন্তগণ তাতেই সম্মতি দিলেন, গিরিধারী মোহন্তের পদে অভিষিক্ত হলেন।

সন্ন্যা। শুনেছি, গিরিধারী দাস পরম বৈষ্ণব অতি উপযুক্ত পাত্র।—তা আমাদের এখানে ত কোন রাজা নাই, হাইকোর্ট কাকে মনোনীতের ভার দিবেন?

রমা। সনাতনধর্ম্মরক্ষণী সভা এ ভার পেতে পারেন।

সন্ন্যা। যথার্থই বলেছো, আমি কাল হতেই মোহন্তদের দ্বারে দ্বারে বেড়াবো।

রমা। আপনার ন্যায় এক ব্যক্তি উদ্‌যোগী হলেই কাজও সিদ্ধ হবে।

সন্ন্যা। এই স্থান হতেই অনাথপুর দর্শন হচ্ছে, বাবাকে প্রণাম করে এখন বিদায় হওয়া যাক্।

[উভয়ের প্রণাম ও প্রস্থান।

বিপিন। (উত্থান ও স্বগত) ভৈরবী ঘুণাক্ষরে বলেছিলেন, এখনত স্পষ্ট শুন্‌লেম। কি ভয়ানক রাক্ষসী! আজ্ যাই ত, কেটে দুখান্ কর্‌বো! গলায় পা দিয়ে জিব্ টেনে বার্ কর্‌বো! বুকে বাঁশ দিয়ে ডল্‌বো! আগুণ দিয়ে মুখ পোড়াবো! ওহ! এত বড় স্পর্দ্ধা! আমার স্ত্রী হয়ে নষ্টামি! বুকে একটুও ভয় নাই! হা কলঙ্কিনি! হা নচ্ছারনি! এই কি তুই সতী! এই তোর চরিত্র! এই তোর ভালবাসা! ওহ! নষ্ট স্ত্রীলোকের ছলনা বুঝা কি কঠিন! এই বয়সে এত নষ্টামি! আমি এমন ভয়ানক দুশ্চারিণীকে সরলা মনে করতেম! তার এমন কপট ভালবাসায় আহ্লাদে গলে যেতেম! সে হাস্‌লে আমি সুখে ভাস্‌তেম, আর তার চোকে জল দেখ্‌লে, আমি অন্ধকার দেখ্‌তেম! এই স্ত্রীকে সুখে রাখ্‌তে আমি প্রাণ দিয়ে যত্ন কর্‌তেম! আমি পেটে না খেয়েও এই স্ত্রীর গহনার জন্যে টাকা সঞ্চয় কর্‌তেম! হায়, হায় হায়, আমি কি নির্ব্বোধ! কি নরাধম পশু! এই বেশ্যাকে আমি সাবিত্রী মনে করেছিলেম! এই স্ত্রীতে আমার সৌভাগ্য, আমার স্বর্গের সুখ মনে কর্‌তেম! ছাই, এর হৃদয় নরককুণ্ড, বিষের হ্রদ, আগুণের চুলো! সুন্দরী! স্ত্রীলোকে রূপের কলঙ্ক! সুন্দরীর রূপ কি পর পুরুষের জন্যে! বেশ্যাবৃত্তির জন্যে রূপ! আমি এইরূপে ভুলেছিলেম! হায়, হায়! এমন সুন্দরীকে আমি কেন বিয়ে করেছিলেম! এ বিবাহ কি আমার সর্ব্বনাশের জন্যে! আমার

স্ত্রী হতেই আমার এ জন্মের সকল সুখ ঘুচ্‌লো! আমার স্ত্রী হতেই আমার তিনকুল কলঙ্কে ভাস্‌লো? (রোদন) পূর্ণকেশী! তুমি কি আমার এত ভালবাসার এই শোধ দিলে? হা! হা! হা! (উপবেশন ও রোদন।) পূর্ণকেশী এমন হবে এত স্বপ্নেও জানি না। সে যে এমন করে আমার মাথায় বজ্রাঘাত কর্‌বে, এমন করে আমার বুকে আগুণ জ্বেলে দিবে, তা ত কখন মনেও করি নাই!—প্রিয়ে, তোমার উপর আমার যে বিশ্বাস, যে ভালবাসা, যে স্নেহ মমতা, এখনো যদি তুমি আমার মাথায় হাত দিয়ে বল যে এ সকলই মিথ্যা, তা হলে এখনি আমি তোমাকে আবার হৃদয়ে রাখি, তিরস্কার করেছি বলে পরিতাপ করি, আবার সুখে ভাসি।—মনে কিছুই স্থির হচ্ছে না; ভৈরবী আমায় বলেছেন; এঁরাও যেন সেই ভৈরবীর কাছেই শুনেছেন; ভৈরবী আবার মোহন্তের উপপত্নী ছিল; শুন্‌লেম এখানেও এসেছেন; এঁদেরও অভিপ্রায় কিসে মোহন্ত রহিত হয়; এ সকল ভাব্‌লে বোধ হয় যেন এর ভিতর কারু কোন অভিসন্ধি আছে; কে যেন কোন কারণে এই সকল সৃজন করে কোন খেলা খেল্‌ছে। হতেও পারে। তা আমার উপর কেন? পূর্ণকেশী যে এমন হবে এটা সহজে মনে আসে না। আমার মন্‌টা একটতেই গরম্ হয়ে উঠে। এইটী আমার বড় দোষ! যা শুন্‌লেম তা যদি মিথ্যা হয় তবে আমার কত দোষ! আমি অকারণে পতিপ্রাণা সতীকে যা নয় তাই বল্‌লেম! আমার এ দোষের কি ক্ষমা আছে? যাই, আর বিলম্ব কর্‌বো না। (উত্থান।)

দূরে পূর্ণকেশী, মায়াবতী ও প্রতিহারীর প্রবেশ।

এই যে এই দিকে কে আস্‌ছে। আর মানুষ চেনা যায় না। দুটী স্ত্রীলোক দেখ্‌ছি। সঙ্গে একজন রক্ষক আছে। এঁদের একবার সুধাব কি? (প্রকাশে) তোমরা কোথায় যাবে গো?

প্রতি। এই গাঁয়ের ভিতরেই।

বিপি। (স্বগত) কেমন হল। (প্রকাশে) তোমরা কে গো?

মায়া। (জনান্তিকে) সর্ব্বনাশ হল, এ যে বিপিন!

পূর্ণ। দীদী, আমায় ধর?

বিপি। কে বল না?

প্রতি। তুমিও ভাল লোক দেখ্‌ছি। ভদ্রলোকের মেয়ে তোমার সঙ্গে কি কথা কবে?

বিপি। তুমি ত অনাথপুরের মোহন্তের লোক, তোমার চাপরাশ্‌ তার সাক্ষী দিচ্ছে, তোমার সঙ্গে মেয়েমানুষ কেন?

প্রতি। তুমি কে হে? এত সাহস যে মোহন্ত মহারাজের কথা কও?

বিপি। দাঁড়াও না গো, একত্রে যাই।

প্রতি। বড় বাড়াবাড়ি করো না হে?

বিপি। বাড়াবাড়ি কর্‌বো না বটে! (দ্রুতগমনে আসিয়া পূর্ণকেশীর হস্ত ধরিয়া) প্রিয়ে, এই কি তোমার কাজ! (মূর্চ্ছা ও পতন।)

প্রতি। তোমরা শীঘ্র পালাও!

[সকলের দ্রুত বেগে প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পূর্ণকেশীর শয়নাগার।

মায়াবতী ও পূর্ণকেশীর প্রবেশ।

পূর্ণ। দীদী, সর্ব্বনাশ হল! (মূর্চ্ছা ও পতন।)

মায়া। আবার একি হল! আবার একি হল! (বায়ু সঞ্চালন।)

নেপথ্যে, কালী। কে ও মা ভগবতী এলে? মা আমার সাক্ষাৎ ভগবতী। মা, কুবের তোমার স্বামীর ভাণ্ডারী, তা মা, এ বুড়ো বাপের জন্যে কি আন্‌লে?

মায়া। বাবা, এ দিকে এসো, পূর্ণকেশীর কি হয়েছে দেখসে? (স্বগত) নিবিড় বনে আগুণ দিয়ে এতদিন যে যত্ন কর্‌ছিলেম আজ্‌ তা সফল হল। আজ্‌ বন জ্বলে উঠ্‌লো। এখন স্বভাবের স্রোত চল্‌বে। পূর্ণকেশী যা ইচ্ছা হয় বলুক, মায়াবতীর ঘাড়ে যত দোষ দেয় দিক্, কিন্তু বিপিনের মন ভাঙ্গ্‌বেই ভাঙ্গ্‌বে। আর যখন স্ত্রীর সতীত্বের উপরই পুরুষের পবিত্র চরিত্র তখন পূর্ণকেশীর বিপিন আর তার নয়। এতদিনে আমার হল।

কালীকমলের প্রবেশ।

কালী। আঁ! আমার সোণার পুতুলী এমন করে পড়ে কেন! মা, কি হল! মা, তোমার কি হল! মায়া, কি হয়েছে? অন্ধকারে কি সাপে টাপে কেটেছে?

মায়া। ভয়ানক সাপ্‌! বিপিন আমাদের পথে দেখেছে। তারও সেখানে মূর্চ্ছা হয়েছে।

কালী। সর্ব্বনাশ!

মায়া। চোপ্‌দার সঙ্গে ছিল, সে বল্‌লে আর দুটো মেয়ে মানুষ সেই খানে এনে রাখ্‌বে, বিপিন মূর্চ্ছা থেকে উঠে দেখ্‌বে যে আমরা নাই।

কালী। তা এখন এর মূর্চ্ছা ভাঙ্গে? বিধাতা আজ্‌ যে সকল দিকে মজালেন।

পূর্ণ। (চেতনান্তর) মা, আমার মা, তুমি এখন কোথায় মা! মা, তুমি কোন্ প্রাণে এমন রাক্ষসের পুরীতে আমায় রেখে গিয়েছো! তোমার এত সাধের পূর্ণকেশী যে জন্মের মত নষ্ট হল! মা, তবে তুমি আমায় নাও? আমি তোমার দুশ্চারিণী মেয়ে নই, আমি আপন ইচ্ছায় ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিই নাই, দয়া করে আমায় কোলে নাও, শীঘ্র আমায় নাও মা, আর আমার সহ্য হয় না! (পুনর্ব্বার মূর্চ্ছা।)

মায়া। আবার কি হল! (বায়ু সঞ্চালন।)

(নেপথ্যে দ্রুতপদশব্দ।)

ঐ বুঝি আস্‌ছে!

কালী। আমি ত পলাই এখনি খুনই করে ফেল্‌বে!

[প্রস্থান।

মায়া। আমি ও এখন একটু সরে যাই, যে কাট্‌গোঁয়ার!

[প্রস্থান।

বিপিনের প্রবেশ।

বিপিন। (উচ্চৈঃস্বরে) কোথা রে পাজি নচ্ছার বুড়ো। কোথায় পালালি? মায়া, তুই বা কোথায় গেলি? যাবি কোথায়? আজ্ কেটে খণ্ড খণ্ড কর্‌বো? তার পর এই নচ্ছার্‌ণীকে কাট্‌বো। মূর্চ্ছা হয়েছে দেখ্‌ছি! কোন্ ভয়ে মূর্চ্ছা হল? তোর আবার ভয় কিসের? স্বামী দেখেছো তারই ভয়! ছাই, ছাই ভয়! বেশ্যার আবার ভয়! এ মূর্চ্ছা আর না ভাঙ্গে; অম্‌নি জীবাত্মা পাপ দেহকে ত্যাগ করে; তবে আমাকে আর খুন কর্‌তে হয় না! না, না, তা হলে সুখের মৃত্যু হল! কুকুটার দোষ প্রকাশ হয়ে একবার ত স্বামীর মুখ পানে চাইতে হল না! তবে আর হল কি; পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত হল; দুষ্কর্ম্মের কি দণ্ড হল? এ সকল দণ্ড ভোগ করে তবে ত প্রাণদণ্ড। এ কপট স্ত্রীর সেই ত উপযুক্ত দণ্ড! পাপীয়সি! স্নেহ, ভালবাসা, স্বামীভক্তির কি পরিমাণই স্বামীকে দেখিয়ে এলি! স্বামী মূর্চ্ছা হয়ে পড়্‌লো, বাঁচ্‌বে কি মর্‌বে তা একবার মনে ভাব্‌লি না, দুষ্কর্ম্মের পরিপাক কর্‌তে পালিয়ে এলি!—তবে মূর্চ্ছা ভাঙ্গি; ছুঁবো না ত; আর কখনই ছুঁবো না! যদি ছুঁতে হয় তবে একেবারে তরবার দিয়ে ছুঁবো, ও পাপ দেহে আর হাত দেব না! (মুখে জল প্রদান ও বায়ু সঞ্চালন) চণ্ডালিনি, শীঘ্র উঠ্? একবার আমার মুখ পানে চা? আর সহ্য হয় না!

ঈশ্বর! এরূপে যেন পাপিয়সীর মৃত্যু না হয়! কলঙ্কিনীর মৃত্যুতে যেন কলঙ্ক ঘটে না! এই যে মূর্চ্ছা ভাঙ্গ্‌ছে, ভাঙ্গ্‌বেই ত, এখনো চন্দ্র সূর্য্য উঠ্‌ছেন, এখনো রাত দিন হচ্ছে!

পূর্ণ। (চেতনান্তর করযোড়ে) নাথ, এখনো আমায় খুন কর নি? এখনো আমার পাপের দণ্ড দাও নি? এখনো আমাকে জীবিত রেখেছো? হায়, হায়, আবার আমার জ্ঞান হল! আবার এ পোড়ারমুখ তোমায় দেখ্‌তে হল! আমার এ মুখের কথা তোমায় আবার শুন্‌তে হল? আমায় খুন কর? আর বিলম্ব করো না? আর আমার সহ্য হয় না! তোমার পায়ে পড়ি! (রোদনে বাক্য অস্পষ্ট)

বিপি। উঠ্, নচ্ছার্‌ণী! আর ছলনা করিস্ নে! খুন ত কর্‌বোই! তা কি এখনি কর্‌বো, আগে এ পাপের যত দণ্ড আছে সব ভোগ কর্, তবে খুন কর্‌বো? কোথায় গিয়েছিলি বল্?

পূর্ণ। (কষ্টে উপবেশন।) নাথ, তোমার পায়ে পড়ি, এ গুরু দণ্ড আর আমায় দিও না? আমি এ পোড়ার মুখে সে পাপ কথা তোমায় কেমন করে বল্‌বো? হায় রে প্রাণ! তুই এখনো এ পাপ দেহে রয়েছিস্? আমি মৃত্যুর জন্যে তোর চরণে কত দিন কত মিনতি করেছি, তা আর কেন, এই ত সময় হয়েছে, স্বামীর সম্মুখে এই সময় যা, শীঘ্র যা, আর সহ্য হয় না! (রোদন)

বিপি। আবার নাকে কাঁদ্‌তে বস্‌লি? আমি কি তোর ছলনায় ভুল্‌বো মনে করেছিস্?

পূর্ণ। নাথ, আমি কি মরণকে ভয় কর্‌ছি! অভাগিনীর প্রাণ ত তোমারই। তোমার হাতে আমার মরণ হবে, তুমি আমার পাপের দণ্ড দিবে, এত আমার পরম ভাগ্যি! তা নাথ, পাছে তুমি আমায় খুন করে কোন বিপদে পড়, সেই ভয়ে আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে! আমায় যা হয় একটা অস্ত্র দাও, আমি এখনি তোমার সাম্‌নে আপ্‌নার হাতে প্রাণ নষ্ট কর্‌ছি। নাথ, আমার যদি মূর্চ্ছা না হত, আমি কি এসেই প্রাণত্যাগ কর্‌তেম না? আবার

তোমাকে কি এ মুখ দেখাতেম? তা পাপের উচিত দণ্ড হবে বলেই এখনো বেঁচে আছি। আমার মত পাপিয়সীর এমন মরণ কেন হবে!—হা রে দুরাচার মোহন্ত! হা পাপিষ্ঠ বাপ্! হা সর্ব্বনাশী দীদী! এই সময় একবার আয়, তোদের দুষ্কর্ম্মের শেষ ফল একবার দেখে যা! অবলার দশায় কি হল একবার চক্ষে দেখে যা? (রোদন।)

বিপি। সব বল্? কি হয়েছে সব বল্? বল্তেই হবে?

পূর্ণ। নিতান্তই যদি জিদ্ কর তবে বলি।

বিপি। বল্, শীঘ্র বল্?

পূর্ণ। বিষম ষড়যন্ত্রে আমার সতীত্ব নষ্ট হয়েছে। বাবা, দীদী, আর মোহন্ত পরামর্শ করে আমার সর্ব্বনাশ করেছে। পূর্ব্বে এক-বার দীদীর কথায় অনাথপুরে গিয়ে বিপদে পড়ি, দামিনী আমায় রক্ষা করেন। তখন কিছুই বুঝ্তে পারি নি, তবে অনাথপুরে আর যাব না এইটী মনে ছিল।

বিপি। তবে আবার গেলি কেন?

পূর্ণ। এক দিন মালীবউ কল্কাতা হতে এসে বল্লে তোমার শক্ত ব্যায়রাম হয়েছে, সর্ব্বনেশে মোহন্ত গণৎকার সেজে এসে বাবাকে বলেছিল আমি অনাথনাথের কাছে হত্যা দিলে তুমি ভাল হবে, ওরা জিদ্ করে আমায় হত্যা দিতে পাঠালে, আমারও প্রাণের দায়, সেই বার্ আমার সর্ব্বনাশ হল।

বিপি। উঃ কি প্রবঞ্চনা! তা তুমি কচি খুকী কি না?

পূর্ণ। প্রথমে ওরা কত বুঝালে, কত কি প্রসাদ বলে, চরণামৃত বলে আমায় খাওয়াতে চাইলে, আমি কারু কথায় কিছু খেলেম না। তার পর মোহন্ত বাবাকে অনেক টাকা দিলে, ওরা সকলে আমায় ফেলিয়ে পালালো, রাক্ষস মোহন্ত আমায় একটা ঘরে পুরে রাখ্লে।

বিপি। আগে তোর বাপ্কে কাট্বো!

পূর্ণ। তার পর আমি নিরাশ্রয়া মেয়েমানুষ, কত কাকুতি মিনতি

কর্‌লেম, দুরাচারের পায়ে কত মাথা খুঁড়্‌লেম, কিছুতেই কিছু শুন্‌লে না। তার পর সে আর বেচারাম আমার বুকে হাঁটু দিয়ে আমার গলায় মদ ঢেলে দিলে, আমায় উলঙ্গ করে দিলে, আমি সেই নরকের একটী কোণে গিয়ে লজ্জা রক্ষা করে থাক্‌লেম। তার পর কি হল—(রোদন।)

বিপি। আর বলো না, প্রাণ ফেটে যায়! রে দুরাচার মোহন্ত, তোর মাথা আমি কাট্‌বোই কাট্‌বো?

পূর্ণ। নাথ, মোহন্ত আর বেচারামকে যদি আমার সম্মুখে কাটো, কেটে যদি এ কলঙ্কিনীকে কাটো, তা হলেই জানবো যে আমার উপর তোমার দয়ার সীমা নাই।

বিপি। তা আবার গেলে কেন?

পূর্ণ। তার পর, ঐ বুড়ো পাপিষ্ঠ বাপ্, আমি মেয়ে, আমার পায়ে ধরে কাঁদ্‌তো, আমাকে ভগবতী বলে কতই স্তব স্তুতি কর্‌তো। যে দিন আমায় পাঠাবে দীদী আমায় কখন কি খাইয়ে দিত, সন্ধ্যার সময়ই যেন আমার জ্ঞান থাক্‌তো না, তখন আমায় লয়ে ওরা যা নয় তাই কর্‌তো।

বিপি। উহঃ! কি ভয়ানক বাপ্!

পূর্ণ। কতদিন উপবাস করেছি যেতেও হয় নি! নিতান্ত যাব না বল্‌লে মোহন্তকে কোন দিন এখানে আনাত। কোন দিন বেচারাম চোপ্‌দার এনে ধরে নিয়ে যেতো।

বিপি। অরাজক! অরাজক!

পূর্ণ। কিন্তু নাথ, তোমার পায়ে হাত দিয়ে বল্‌ছি, ধর্ম্মকে সাক্ষী করে বল্‌ছি, প্রতিদিনই তার কাছে রোদন করেছি, তার পায়ে মাথা খুঁড়েছি, মুখ চিরে মদ ঢেলে দিয়েছে, তবে আমার দেহকে—

বিপি। তা আমায় এ কথা বল নি কেন?

পূর্ণ। এদের ভয় দেখানতে। আর এর মধ্যে তুমি একবার মাত্র এসেছিলে। মনে করে দেখ বলি নি বটে, কিন্তু সঙ্গে যাবার জন্যে কত জিদ্ করেছিলেম, কত কেঁদেছিলেম।

বিপি। আহা হা হা হা! আমিই নরাধম! আমিই স্ত্রীকে রক্ষা কর্‌তে পারি নাই।

পূর্ণ। আজ্‌ অনাথপুরের পথে একটী ভৈরবীর সঙ্গে দেখা হল, তিনিই দীদীকে অনেক গঞ্জনা দিয়ে, তুমি আজ্‌ আস্‌বে বলে আমাদের ফিরিয়ে দিলেন।

বিপি। ভৈরবী সেই দামিনী। তিনিই আমায় প্রথম বলেন্‌।

পূর্ণ। তিনিই দেবী, তিনিই আমার মায়ের কাজ করেছেন। নাথ, এই ত সব বল্‌লেম, এখন তোমার উচিতে যা হয় তাই কর, আপ্‌নার হাতে প্রাণ দণ্ড করে সুখী হও এখনি কর, না হয় আমায় আজ্ঞা দাও আমি তোমার সাম্‌নে এখনি মর্‌ছি। নাথ, যা বল্‌লেম সকলই সত্য, অবিশ্বাস করো না। পাপ স্বীকার করেছি, কুকর্ম্ম করেছি বলে মনে ঘৃণা হয়েছে, মরণে প্রস্তুত হয়েছি, আর বিলম্ব করো না।

বিপি। প্রিয়ে, আমি তোমায় ক্ষমা কর্‌লেম, তোমায় সতী বলে আবার আমি গ্রহণ কর্‌লেম। আমার প্রতি তোমার ভালবাসা অসীম বলেই তোমার সতীত্ব নষ্ট হয়েছিল।

পূর্ণ। (চরণে পড়িয়া) নাথ, আমি ত তোমার এত দয়ার যোগ্য নই! এ অসীম দয়াতে যে তোমার কলঙ্ক হবে! এমন চণ্ডালিনী এমন পাপীয়সী স্ত্রীকে কোন্‌ স্বামী ক্ষমা করে! কোন্‌ স্বামী এমন দয়া করে! নাথ, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমায় এ দয়া করো না? এ পাপের ভার আমি কেমন করে বহম কর্‌বো! এ অনল আমি চিরদিন কেমন করে বুকে করে রাখ্‌বো! তোমার মুখ পানে চেয়ে অসতীর লজ্জাভয়ে অম্‌নি আমাকে হেঁট হতে হবে, আমি সে যাতনা কেমন করে সহ্য কর্‌বো? নাথ, প্রাণদণ্ড হতেও এমন করে বেঁচে থাকা আরো গুরু দণ্ড! যদি নিতান্তই দয়া কর তবে এই আজ্ঞা দাও যে আমি আপ্‌নার প্রাণ আপ্‌নিই নষ্ট করি! (রোদন)

বিপি। পূর্ণকেশি, আর বলো না, আমার প্রাণ ফেটে যায়! আমা-

রই জন্যে তোমার এ দুর্দ্দশা হয়েছে, যুবতী স্ত্রীকে কেমন করে রক্ষা কর্‌তে হয় তা আমি জান্‌তেম না, আমারই অবহেলায় পাঁচ জনে তোমাকে নষ্ট করেছে, তুমি আমায় ক্ষমা কর?

পূর্ণ। হায় রে, এমন গুণের স্বামী কি কারু হয়!

বিপি। তোমাকে আমি তেম্‌নি ভালবাস্‌বো, তেম্‌নি যত্ন কর্‌বো, আরো যত্ন কর্‌বো, তুমি সতী, তুমি অন্তরে সতী, তোমার চরিত্র পবিত্র, তুমি আমার স্বর্গের সুখ।

পূর্ণ। নাথ, তবে যদি আমায় ক্ষমা কর্‌লে, আমায় এখান হতে লয়ে চল, এ পাপ পুরীতে আমায় আর এক দণ্ড রেখো না, আমায় যেন আর এ নিষ্ঠুর পাপী পিতার মুখ দেখ্‌তে না হয়।

বিপি। প্রিয়ে, একথা আবার বল্‌ছো, কাল্‌ই তোমায় লয়ে যাব। এখন মুখে হাতে জল দাওসে?

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কালীকমলের বাড়ীর দলিজ।

কালীকমলের প্রবেশ।

কালী। (স্বগত) ফলন্ত গাছের গোড়ায় চোপ্‌ দিলে কার্‌ না রাগ হয়! তুমি আমার ঘরে আগুন দেবে আর আমি তোমায় পূজা কর্‌বো! এমনই কি হয়ে থাকে! বিয়ে-করা স্ত্রী বলেই কি এত জোর! কই লয়ে যাও দেখি বাবা কেমন বেটাছেলে! দয়া করে আমল দিচ্ছিলেম তাও ঘুচ্‌লো! নিতান্তই যদি নাচ্‌তে হল তবে আর ঘোম্‌টা কেন?—ছেলেমানুষ কাট্‌গোঁয়ার আহাম্মকে এম্‌নি করেই বড়মানুষের কাছে মাগ হারায়! রাগে একেবারে উন্মত্ত! কথায় কথায় পুলিষ! বড়মানুষের কাছে পুলিষ! টাকার কাছে পুলিষ!—বাপ্‌রে, কতই হাঁক্‌-

ডাক্! যেন চুরিই করেছি, কি ডাকাতিই করেছি! হয়েছে কি! মেয়েছেলে দেব দর্শনে যাবে না? তীর্থস্থানে যাবে না? ধর্ম্মকর্ম্ম কর্‌বে না? তবে কি দেশ টা একেবারে ডুবে যাবে? তীর্থে গিয়ে কে কোথায় কি কর্‌লে তাই কি পুরুষকে শুনে বেড়াতে হয়? স্ত্রীর চরিত্র দেখ্‌বার জন্যে কি বিধাতা পুরুষের কপালের মাঝে বড় বড় চোক্ দুটো গড়েছেন? তা যদি চোকের গুণ হত তবে আর রক্ষা থাক্‌তো না।—আমার মেয়ে বলে নয়, অনাথপুরে কে না যাচ্ছে; তা বলে কি সকলকার জামাই এম্‌নি কর্‌ছে। এত যদি মহাদেব, সতীর পতি, তবে মেয়াবেচা বামণের ঘরে বিয়ে কর্‌তে হয় না! আমাদের মেয়ে রোজগারের জন্যে তা ত জেনেই বিয়ে করেছিলে! তবে এ সব বিষম কাণ্ড কেন? কাল্ সারা রাতটা যেন ভূতের মাতনি! একটা মেয়ে ত পাগল হল! আহা, বাছা পূর্ণকেশীর মুখখানি একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে! ও কি এত সহ্য কর্‌তে পারে! সমস্ত রাতই কাট্‌বো, খুন কর্‌বো, এই বই আর কথা নাই! আমাকে ত বিশ্ হাজার বার্ কাট্‌লে! তা কই বাবা, কাট্‌তে পার্‌লে না! বামণের ছেলে আবার মানুষ কাট্‌বে! তোমার মার্‌কাট্ মাছী মশার মধ্যে! কুকুর শিয়াল কোন জন্মেও হয় নি, তা মানুষ!—তবে আমি একটু ভীত বলেই এত হাঁকা হোঁকা! তা যেমন কর্ম্ম তেম্‌নি ফল! এখন চাঁদমুখখানি মলিন করে জন্মের শোধ ঘরে ফিরে যাও! যার মেয়ে তারই রইলো। এখন নির্ব্বিঘ্নে আমার ধন উপার্জ্জন।

বেচারামের প্রবেশ।

আসুন, কি কি ব্যবস্থা কর্‌লেন?

বেচা। পাল্‌কী পাবে না। বেহারা কেউ আস্‌বে না। আর যদি চলেই যায়, ঘাটিতে ঘাটিতে লোক রাখা হল। আপনার এ রত্নগর্ভা সাগর কেউ গণ্ডূষ কর্‌তে পার্‌বে না।

কালী। ভালই হয়েছে। এখন আমার সঞ্চিত সম্পত্তি একবার

সাম্‌লে রাখি। কি জানি, নষ্ট লোকের চরিত্র বুঝা ভার। এ গোলযোগে কার্ মনে কি আছে কে বল্‌তে পারে।

বেচা। আমিও পথের ব্যবস্থাটা আর একবার দেখি।

[উভয়ের প্রস্থান।

পূর্ণকেশীর প্রবেশ।

পূর্ণ। (স্বগত) সমস্ত দিনটে গেল, এখনো একখান্ পালকী হল না! কেউ পালকী দেবে না! কোন বেহারা আস্‌বে না! সকলেই মোহন্তের বশ! আমাদের এত কুটম্ব, এত আপ্‌নার লোক, কেউ একটু সহায়তা কর্‌লে না! দুরাচার মোহন্তের কি এতই ভয়! কারু সাধ্য নাই যে আমাদের হয়ে একটা কথা কয়! কি দৌরাত্ম্য! আমার স্বামী আমায় লয়ে যাচ্ছে, তুই লয়ে যেতে দিবি না! তুই নিবারণ কর্‌বার কে!—ওরে দুরাচার, তোর পায়ে পড়ি, আর আমার উপর অত্যাচার করিস্ না! একবার মনে ভেবে দেখ্ অবলার কি দুর্দ্দশা করেছিলি! আমার যদি এমন স্বামী না হত, তবে আজ আমার কি হত!

মায়াবতীর প্রবেশ।

মায়া। পূর্ণি! বিপিন তোকে ক্ষমা করেছে? তোর মত স্ত্রীকে কি স্বামীতে ক্ষমা করে! কখনই না! মনেও করিস্ নি!

পূর্ণ। দীদী, আর জ্বালাতন করো না?

মায়া। তুই কি বেরিয়ে যাচ্ছিস্? মোহন্তের কাছে যাচ্ছিস্? যা, যা, শীঘ্র যা! বিপিন আর তোর মুখ দেখ্‌বে না। বিপিন আমার। বিপিনকে পাবার জন্যে আমি এতটা করেছি! বিপিন এখন আমারই। আমি বিপিনকে বিয়ে কর্‌বো। তুই বিয়ে কর্‌তে দিবি না? এখনি তোর গলায় পা দিয়ে জিব টেনে বার্ কর্‌বো? (উচ্চহাস্য) বিপিন কি আর তোর আছে! বিপিন কোথায় তা জানিস্? তুই কি আর বিপিনকে দেখ্‌তে পাবি!

পূর্ণ। দীদী, তোমার পায়ে পড়ি, অমন কথা বলো না?

মায়া। রাক্ষসি, বল্‌বো না, এক শ বার্ বল্‌বো! তুই কি আর বিপিনকে দেখতে পাবি? সে কি আর তোকে দেখা দেবে? সে আমার বুকের ভিতর কৌটার মাঝে। এই দেখ্‌লো দেখ্, এই তোর বিপিনকে দেখ্! (বক্ষঃস্থল প্রদর্শন।) দেখাবো? দেখাবো? দেখালে এখনি দূর হয়ে যাবি? তবে দেখ্, এই বুক চিরে দেখাই? বিপিন! বিপিন! একবার দেখা দাও ত? তোমার কালামুখী পূর্ণকেশীকে এক বার দেখা দাও ত? (বক্ষে বটীর আঘাত) এই দেখ্, বিপিন আমার বুকের রক্ত হয়ে বুকে রয়েছে। এসো ত বিপিন, তোমার গলায় মালা দিয়ে বিয়ে করি? বিয়ে দেখে যাবি? বিয়ে দেখে যাবি? তবে এই দেখ্? (মস্তকে হস্ত দিয়া) আমার টোপর কে খুলে নিলে? (রোদন।) তুই নিয়েছিস্? দে, পোড়ারমুখী, আমার টোপর দে! কোথায় রাখ্‌লি বল্? দিবি নে? দিবি নে? দেখ্‌বি? (উচ্চহাস্য) এই আমি চল্‌লেম, এখনি মালীবোয়ের বাড়ী হতে আবার টোপর পরে আসি।

রাঙ্গা কোন্যে রাঙ্গা বরে, বিয়ে হবে আজ্।
মালীবউ টোপর দিয়ে, করে দে লো সাজ্॥

[উন্মাদিনীর নৃত্য করিয়া প্রস্থান।

পূর্ণ। (স্বগত) পাগল হল, আবার এমন করে বুক কাট্‌লে! আর ত কোন জ্ঞান নাই। যেমন আশা, তেম্‌নি নৈরাশ, তেম্‌নি ফল। ঈশ্বর! তুমিই সত্য!—আমার স্বামীর মত স্বামী কি কারু হয়! এমন গুণের স্বামীতেই ত স্ত্রীর যত অহঙ্কার! হা রে মোহন্ত! তোর দৌরাত্ম্যে আমি এমন স্বামীকে কতই যাতনা দিয়েছি!

ভৈরবীবেশে দামিনীর প্রবেশ।

দীদী যে করে বটীতে বুক কেটেছে, বাঁচে কি না।

দামি। এ কর্ম্মের এই ত ফল।

পূর্ণ। পালকীর কি হল ?

দামি। পালকী ত হল না।

পূর্ণ। নাই হোক্, আমি চলেই যাব।

দামি। সেই ভাল, বিপিন আস্‌ছেন, আর সন্ন্যাসী ও রমানাথ, তাঁরাও আস্‌ছেন, আমরা সকলে সঙ্গে করে লয়ে যাব।

নেপথ্যে। বেচা! কোথায় যাবে, মোহন্ত ঘাটিতে ঘাটিতে লোক রেখেছেন।

পূর্ণ। দেবি, তবে ত আর উপায় নাই! (রোদন) হারে দুরাচার! এইরূপে কি অবলা দুঃখিনীর সর্ব্বনাশ করতে হয়! তোর প্রাণে কি একটুও দয়া নাই! তুই কি আমারই সর্ব্বনাশের জন্যে অনাথনাথের মোহন্ত হয়েছিলি! অবলাকে নষ্ট করবার জন্যেই কি তোর এত ক্ষমতা হয়েছিল! তোর ধন কি দুঃখীর সর্ব্বনাশের জন্যে! তুই কি আমায় কেড়ে লয়ে সুখী হবি! দুঃখিনীকে দুঃখে ভাসিয়ে তুই সুখে ভাস্‌বি!

দামি। মানুষে যে এমন রাক্ষস হয় তা আমি স্বপ্নেও জান্‌তেম্ না!

বিপিনের প্রবেশ।

বিপি। (নীরব, পরে উচ্চৈঃস্বরে রোদন।) প্রিয়ে, বিধাতা বৈরী হয়েছেন! তুমি আর আমার হলে না! মোহন্ত তোমায় কেড়ে লবে! (নৈরাশ ও রাগের লক্ষণ।)

পূর্ণ। নাথ, স্বামীর কাছথেকে স্ত্রীকে কেড়ে লয় এ ঘটনা ত পৃথিবীতে আজো হয় নাই। তুমি এ পাপপুরী হতে চল, দাসী পশ্চাতে পশ্চাতে যাবে, কারু সাধ্য হবে না যে আমায় কেড়ে লয়ে যায়।

দামি। এঁরা কৈ?

বিপি। মোহন্তের লোকে এই তাঁদের ধরে লয়ে যাচ্ছে।

দামি। কি সর্ব্বনাশ!

পূর্ণ। নাথ, তবে কি যথার্থই আমার সর্ব্বনাশ হল! তবে কি আর আমি তোমায় পেলেম না! (উভয়ের রোদন।)

দামি। এমন বিপদ ত দেখি নাই। কিছুতেই কি কিছু উপায় হবে না।

[প্রস্থান।

পূর্ণ। নাথ, তুমি এক বার্ থানায় খবর দাও না ?

বিপি। প্রিয়ে, তিনটে থানা ঘুরে এলেম, কেউ সহায়তা কর্‌বে না। সকলেই বলে হজুরে দরখাস্ত দাওগে।

পূর্ণ। এই কি রাজার নিয়ম !

বিপি। বিষম অরাজক ! হায়, হায়, হায় ! হায়রে আমার পূর্ণকেশি !

রক্তমাখা বস্ত্রে, কাগজের টোপর
মাথায় মায়াবতীর প্রবেশ।

মায়া। বিপিন, নাথ, আমার বর, আর কেঁদো না। ও কলঙ্কিনীর আর মুখ দেখো না। এই দেখ আমি রাঙ্গা কাপড় পড়েছি, মাথায় টোপর দিয়েছি, তোমার কোণে সেজেছি, এসো আমি তোমায় বিয়ে করি ?

বিপি। দূর হ নচ্ছারণি ! এখনো বেঁচে আছিস্ !

মায়া। বরণডালা না হলে বিয়ে কর্‌বে না ? আমি এখনি বরণডালা আন্‌ছি।

[প্রস্থান।

বিপি। উহুঃ কি যন্ত্রণা ! আমার প্রাণ ফেটে যায় রে ! (রোদন) কি করি ! এখন কি করি !

বেচারামের প্রবেশ।

বেচা। বিপিন, এখনো বল্‌ছি, গরিবের ছেলে ঘরে চলে যাও, মাগ্ লয়ে যাবার সাধ্‌টী ছেড়ে দাও।

বিপি। রে পাজি ! তোর এত বড় আস্পর্দ্ধার কথা ! এ কি ইংরেজের রাজ্য নয় ! আমার বিবাহিতা স্ত্রী লোকতঃ ধর্ম্মতঃ আমারই, তোর মোহন্তের সাধ্য কি যে আমার স্ত্রীকে কেড়ে লয় !

বেচা। (হাস্য করিয়া) বাপু হে, তুমি ত গরিবের ছেলে, মোহন্ত

মহারাজের রাজ্যে কত বড় বড় ইন্দ্রপাত হয়ে গেল, তুমি কোন্ ছার্! এখানে ইংরাজের শাসন খাটে না, সে শাসন গরিবের কাছে, বড় মানুষের কাছে নয়।

বিপি। যা, তোর মোহন্তকে বল্‌গে আমি এই আমার স্ত্রীকে লয়ে চল্‌লেম, তার যা সাধ্য করুক।

বেচা। তাঁকে আর বল্‌তে হবে না, এ দাসানুদাস বেচারামই দেখাবে। মোহন্তের রাজ্য হতে মোহন্তের ভোগের মেয়েমানুষ লয়ে যায় কার্ সাধ্য!

বিপি। কেড়ে নিবি? তোর বাবারও সাধ্য নাই! (উচ্চহাস্য।) পূর্ণকেশীকে কেড়ে নেবে? কে কেড়ে নেবে? কেউ নিতে পার্‌বে না!—হা পূর্ণকেশি! হা প্রিয়ে! (রোদন)

পূর্ণ। হায়, হায়, এ আবার কি হল! ইনি আবার এমন হলেন কেন!

বেচা। কোথা গেলি রে চোপ্‌দার! এই ছুঁড়ীটেকে ধর্ ত? কোথায় গেলি! কোথায় গেলি!

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে। ধর্, ধর্, কোথায় যাবে?)

পূর্ণ। (চিৎকার করিয়া) নাথ! আমায় রক্ষা কর।

বিপি। কর্‌বো বই কি? আমার সাক্ষাতে তোমায় কেড়ে লবে! আমি পূর্ণকেশীকে ভোগ করতে পাব না, মোহন্ত ভোগ কর্‌বে! আমার পূর্ণকেশীকে মোহন্ত কুলটা কর্‌বে, কখনই পার্‌বে না! (দ্রুত গমনে পতিত বটী লইয়া পূর্ণকেশীর গলে আঘাত।)

বেচারাম ও দুই অস্ত্রধারীর প্রবেশ।

যা, লয়ে যা, তোর মোহন্তকে দিগে?

[বেচারাম ইত্যাদির বেগে প্রস্থান।

পূর্ণ। নাথ, এ জীবনের এই যথার্থ গতি! হে ধর্ম্ম, তুমি সাক্ষী! মা এই তোমার পূর্ণকেশী চল্‌লো। (কম্প ও পতনোন্মুখ।)

বিপি। (পুনরায় আঘাত) প্রিয়ে, আমি তোমায় পাব না, মোহন্ত ভোগ করবে! করুক কেমন করবে! (পূর্ণকেশীর পতন ও মৃত্যু।)

দ্রুত বেগে কালীকমলের প্রবেশ।

কালী। (কম্প ও রোদন) বাবারে! আমার সর্ব্বস্ব চুরি করেছে! সিন্দুকে অজাগর সাপ পুরে রেখেছে! সর্পাঘাত হল! আমার প্রাণ গেল! (দেখিয়া) অ্যাঁ পূর্ণকেশী! মা! (পতন ও মৃত্যু।)

বিপি। (রোদন) প্রিয়ে! তুমি আমায় ছেড়ে যেও না! আমিও তোমার সঙ্গে যাব! আমি তোমার অনুগত স্বামী! (চেতনানন্তর) হায় হায়, আমি কি করেছি! পূর্ণকেশীর প্রাণ নষ্ট করেছি! (মূর্চ্ছা ও পতন)

দ্রুতবেগে দামিনীর প্রবেশ।

দামি। মোহন্তের তরে সতীর প্রাণ নষ্ট হল !!!

(যবনিকা পতন।)

গ্রন্থ সমাপ্ত।

তীর্থমহিমা।

(নাটক।)

শ্রীনিমাইচাঁদ শীল প্রণীত

কলিকাতা

নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে

শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

সন ১২৮০ সাল।

পরমারাধ্য শ্রীযুত নিতাই কিশোর গোস্বামী

শ্রীচরণ-কমলেষু।

দেব!

আপনি বঙ্গদেশের সর্ব্বোচ্চতম এবং সদ্ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব, আপনি আবার এতাদৃশ মহান্ বংশের কুলতিলক, আপনকার নিবাসগ্রাম সম্প্রদায় বিশেষের প্রধান তীর্থস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ, এবং আপনি খড়দহবিরাজিত দেবমূর্ত্তির গুরুভারা-ক্রান্ত মোহন্তের পদে অভিষিক্ত। দেবকার্য্যে আপনকার যেরূপ যত্ন ও অনুরাগ, মেলাদি উপলক্ষে আপনকার কৃত সদ্ব্যবস্থাদির যেরূপ সুশৃঙ্খলা, এবং সমাগত যাত্রীবর্গের প্রতি আপনকার যেরূপ সস্নেহ দৃষ্টিপাত, তাহাতে আপনি যে এ দেশের তীর্থ ও দেবালয় সমূহের মোহন্তের আদর্শস্বরূপ, আমার এ কথা কদাপি অত্যুক্তি নহে। এই কারণে এবং আপনকার প্রতি আমার যে অসীম ভক্তি তাহার যৎসামান্য পরিচয় স্বরূপ আমি আমার এই "তীর্থমহিমা" নাটক খানি আপনকার শ্রীচরণে অর্পণ করিলাম। গ্রহণ করিয়া দয়া প্রকাশ করুন। ইতি।

চুঁচুড়া।
২০ অগ্রহায়ণ ১২৮০সাল।

আপনকার কৃপাকাঙ্ক্ষী
শ্রীনিমাই চাঁদ শীল।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

কালীকমল বন্দ্যোপাধ্যায় ... ... মন্ত্রেশ্বরের এক জন ব্রাহ্মণ।

বিপিন ... ...কালীকমলের জামাতা।

মোহন্ত ... ... অনাথনাথের মোহন্ত।

বেচারাম... ... ...মোহন্তের পারিষদ।

রমানাথ ... ... মোহন্তের অনেক কর্ম্মচারী।

যোগে ... ...মোহন্তের ভৃত্য।

মায়াবতী }
পূর্ণকেশী } ... ... কালীকমলের কন্যাদ্বয়।

মালীবউ ... ...কালীকমলের দাসী।

দামিনী ... ... বেশ্যা।

শশিমালা... ... ...দামিনীর দাসী।

পরিচারক, প্রতিহারী, সন্ন্যাসী, যাত্রী, বালক ইত্যাদি।